বিনিয়োগ অগ্রাধিকার

Bangladesh Investment Development Authority

BIDA

চামড়া খাতে Leather Working Group (LWG) সনদ অর্জনে করণীয় বিষয়ক প্রতিবেদন

LEATHER WORKING GROUP

স্ট্র্যাটেজিক ইনভেস্টমেন্ট উইং

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)

সেপ্টেম্বর, ২০২৩

সূচীপত্র

সেকশনের শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
এক্সিকিউটিভ সারাংশ	ii-iii
প্রেক্ষাপট	১
লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ (LWG)	২
LWG সনদের মানদন্ড	২-৫
ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ট্যানারিসমূহের LWG-এর মৌলিক মানদণ্ড অর্জনে চ্যালেঞ্জসমূহ	৬-১০
ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ট্যানারিসমূহের LWG সনদ অর্জনে ইতোমধ্যে গৃহীত উদ্যোগসমূহ	১১-১২
LWG সনদ অর্জনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব মহোদয় কর্তৃক গৃহীত সাম্প্রতিক কার্যক্রম	১৩
ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ট্যানারিসমূহের LWG সনদ অর্জনে করণীয়	১৪-১৭
উপসংহার	১৮

এক্সিকিউটিভ সারাংশ

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি আয়ের খাত। ২০২২-২৩ অর্থবছরে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের পরিমান ১,২২৩.৬২ কোটি মার্কিন ডলার। মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনায় ২০১৭ সালে হাজারীবাগ হতে ট্যানারিসমূহকে বিসিকের আওতাধীন সাভারস্থ 'ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট'-এ স্থানান্তর করা হয়েছে। এ শিল্প নগরীতে বরাদ্দপ্রাপ্ত ১৬২টি ট্যানারির মধ্যে বর্তমানে ১৪০টি উৎপাদনরত রয়েছে যা ওয়েট ব্লু, ক্রাস্ট ও ফিনিশড চামড়া উৎপাদনে নিয়োজিত রয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত Leather Working Group (LWG) সনদ অর্জন করতে না পারার কারণে এখানকার ট্যানারিগুলো, নিজেদের উৎপাদিত চামড়া ইউরোপ-আমেরিকায় রপ্তানি বা নামি কোন ব্রান্ডের নিকট বিক্রয় করতে পারছে না, খুব কম মূল্যে চীন বা অন্য দেশের ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করতে বাধ্য হচ্ছে। অপরদিকে, দেশীয় চামড়ার পর্যাপ্ত যোগান থাকা সত্ত্বেও রপ্তানিমুখী চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনকারী দেশীয় শিল্প কারখানাগুলোকে প্রতিবছর প্রায় এক হাজার কোটি টাকার LWG সার্টিফায়েড ফিনিসড লেদার আমদানি করতে হয়। উল্লেখ্য, গত ১৭ মে ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত বিডা'র কর্মকর্তাগণের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের মতবিনিময় সভায় ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট-এর ট্যানারিসমূহের LWG সনদ অর্জন বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়-

> সিদ্ধান্ত নং ৫.১৮: "ক) চামড়া খাতে Leather Working Group (LWG) সনদ অর্জনের বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহপূর্বক মুখ্যসচিব মহোদয়কে অবহিত করতে হবে।
> খ) তদপরবর্তীতে বিডা, শিল্প মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট বিভাগের সমন্বয়ে মুখ্যসচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা আহ্বান করতে হবে।"

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত নং ৫.১৮ (ক) বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিডা কর্তৃক বিভিন্ন অংশীজন সমন্বয়ে সভার আয়োজন করা হয় এবং ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে অবস্থিত ট্যানারিসমূহের LWG সনদ অর্জনে করণীয় বিষয়ে তাদের নিকট হতে মতামত/ইনপুটস চাওয়া হয়। উপরন্তু, বিডা'র স্ট্র্যাটেজিক ইনভেস্টমেন্ট উইং এর একটি টীম কর্তৃক ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, সাভার, ঢাকা; বাংলাদেশে LWG সনদধারী এপেক্স ট্যানারি লিঃ (ইউনিট-২), কালিয়াকৈর, গাজীপুর ('গোল্ড' রেটেড); ও রিফ লেদার লিঃ, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম ('সিলভার' রেটেড); এবং ঢাকা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ডিইপিজেড), সাভার, ঢাকা-এর কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। এ সকল স্থাপনা পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা ও প্রাপ্ত ইনপুটস পর্যালোচনাপূর্বক ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ট্যানারিসমূহের LWG সনদ অর্জনের চ্যালেঞ্জসমূহ, ইতোমধ্যে গৃহীত উদ্যোগসমূহ ও করণীয় বিষয়ে আলোকপাতপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, LWG হল একটি অলাভজনক সংগঠন, যা টেকসই, দায়িত্বশীল ও পরিবেশসম্মতভাবে চামড়া প্রক্রিয়াকরণ ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণে বিশ্বব্যাপী কাজ করে। চামড়াজাত পণ্য বিপণনকারী বিশ্বের বড় বড় ব্রান্ডগুলো এটি প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত। উল্লেখ্য, এ সনদ পেতে কোন ট্যানারিকে ১৬টি চ্যাপ্টারে মোট ১,৭১০ নম্বরের অডিট প্রক্রিয়ায় উত্তীর্ণপূর্বক নির্ধারিত মানদন্ড অনুযায়ী নম্বর পেতে হয়। এর মধ্যে ১৩টি আবশ্যিক চ্যাপ্টারের (১,৫৫০ নম্বরের) যে কোনটিতে উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হলে সামগ্রিক মূল্যায়ন হবে 'অনুত্তীর্ণ (Fail)'। আবার, ১৬টি চ্যাপ্টারের মধ্যে ৩টি চ্যাপ্টারের ৪০০ নম্বর ব্যতীত অবশিষ্ট ১৩টি চ্যাপ্টারের ১,৩১০ নম্বর ট্যানারিসমূহের একান্ত নিজস্ব এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে। ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ট্যানারিসমূহের LWG সনদ অর্জনের ক্ষেত্রে, অবশিষ্ট ৪০০ নম্বরের মধ্যে ৩০০ নম্বরের তরল ও কঠিন বর্জ্য সংশ্লিষ্ট দুটি চ্যাপ্টারের (Waste management এবং Effluent treatment)-এর ক্ষেত্রে বিসিকের আওতাধীন ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ওয়েস্টেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট কোম্পানি লি: (DTIEWTPCL)-এর পাশাপাশি ট্যানারিসমূহেরও দায়িত্ব রয়েছে। আর, ট্যানারি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স, পারমিট, ইত্যাদি (১০০ নম্বরের Operating permits বিষয়ক চ্যাপ্টার সংশ্লিষ্ট) বিভিন্ন সরকারী দপ্তর সংশ্লিষ্ট হলেও সেগুলো অর্জনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ট্যানারি ওপরই বর্তায়। উল্লেখ্য, LWG সনদ অর্জন একটি দীর্ঘ ও সময় সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। এ সনদ অর্জনে অডিট প্রক্রিয়ায় চ্যাপ্টারভেদে ন্যুনতম এক বছর হতে সর্বোচ্চ দুই বছরের ডাটা পর্যালোচনা করা হয়।

ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ট্যানারিসমূহের LWG সনদ অর্জনের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো সুষ্ঠুভাবে তরল ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা যার দায়িত্বে রয়েছে DTIEWTPCL। এ শিল্প নগরীর তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য নির্মিত সিইটিপি'র রিপোর্টেড বর্জ্য পরিশোধন ক্ষমতা ২৫,০০০ ঘনমিটার/দিন হলেও প্রকৃত পরিশোধন ক্ষমতা অনেক কম মর্মে বিভিন্ন প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। এর মধ্যে বিগত ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে পরিচালিত LWG ট্রায়াল অ্যাসেসমেন্টের প্রতিবেদনে এ সিইটিপি'র দৈনিক কার্যকর পরিশোধন ক্ষমতা ১৪,০০০ ঘনমিটার মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে যা রিপোর্টেড পরিশোধন ক্ষমতার মাত্র প্রায় ৫৬%। অপরদিকে, এ শিল্প নগরীর ট্যানারিসমূহের প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতার বিচারে দৈনিক প্রায় ২২,০০০ ঘনমিটার তরল বর্জ্য উৎপাদিত হওয়ার কথা হলেও ঈদ-উল-আযহার পরের ৩ মাসে দৈনিক প্রায় ৪০,০০০ ঘনমিটার পর্যন্ত পৌঁছায়। উপরন্তু, যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাব হলে বর্জ্য পরিশোধনে ব্যবহৃত ব্যাক্টেরিয়া পপুলেশন ক্ষতিগ্রস্থ হলে সিইটিপি'র প্রকৃত পরিশোধন

ক্ষমতা আরও হ্রাস পায়। আর, একবার ক্ষতিগ্রস্থ হলে, ব্যাক্টেরিয়া পপুলেশন পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা সময় সাপেক্ষ। উল্লেখ্য, নানা সীমাবদ্ধতার কারণে এ সিইটিপি'র কম্প্লায়েন্স অর্জিত হয়নি।

এ শিল্প নগরীর ট্যানারিসমূহ কর্তৃক দৈনিক প্রায় ২০০ মেট্রিক টন কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন হয় যার বাৎসরিক পরিমান প্রায় ৬৪ হাজার মেট্রিক টন। উল্লেখ্য, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে SPGS (Sludge Power Generating System) নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হলেও এ শিল্প নগরীর সিইটিপি নির্মাণ সংক্রান্ত প্রকল্পের DPP সংশোধনের এক পর্যায়ে তা বাদ দেয়া হয়। অপরদিকে, কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে জিলেটিন ও ফ্যাট উৎপাদনের জন্য দুটি প্রতিষ্ঠানকে প্লট বরাদ্দ দেয়া হলেও সেগুলো সময়মত উৎপাদন শুরু করতে পারেনি। বর্তমানে ক্রোমবিহীন ও ক্রোমযুক্ত উভয় ধরণের কঠিন বর্জ্যই DTIEWTPCL-এর আওতাধীন প্রায় ৬ একরের নির্ধারিত ডাম্পিং জোনে ফেলা হচ্ছে যা মোটেই পরিবেশসম্মত নয়। প্রসঙ্গত, বর্তমানে তিনটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচা চামড়ার কাটিং বিদেশে রপ্তানি এবং লাফার্জ-হোলসিম বাংলাদেশ লিমিটেডের নিকট ক্রোমযুক্ত কঠিন বর্জ্য সরবরাহ শুরু হলেও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় তা যথেষ্ট নয়।

ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ট্যানারিসমূহের LWG সনদ পেতে হলে সিইটিপি'র কম্প্লায়েন্স নিশ্চিতকরণপূর্বক তরল ও কঠিন বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। উল্লেখ্য, বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, এ শিল্প নগরীতে ট্যানারিসমূহের তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য নির্মিত সিইটিপি পরিচালনায় বিসিক-এর আওতাধীন DTIEWTPCL-এর কারিগরি সক্ষমতায় ঘাটতি রয়েছে। এমতাবস্থায়, বিকল্প হিসেবে বিদ্যমান সিইটিপি'র সংস্কার ও পরিচালনার জন্য অভিজ্ঞ তৃতীয় কোন পক্ষকে দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, সিইটিপি'র Rectification and Upgradation এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে দুটি প্রতিষ্ঠান (Kingsley Eco-Tech and Engineering (Australia) Pty Ltd. এবং Seacom Resources Ltd.) কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাবনা দাখিল করেছে। প্রতিষ্ঠান দু'টি কার্যাদেশ প্রাপ্তির ৬ থেকে ১২ মাসের মধ্যে LWG কম্প্লায়েন্ট সিইটিপি গড়ে তোলার জন্য নিজস্ব অর্থায়নে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় গঠিত কারিগরি কমিটি কর্তৃক একটি প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবকে তুলনামূলক বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য হিসেবে মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে মর্মে জানা গেছে। উল্লেখ্য, বিদ্যমান সিইটিপি'র কম্প্লায়েন্স নিশ্চিতের পাশাপাশি 'Build Own Operate' হিসেবে আগ্রহী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একটি নতুন সিইটিপি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে, ট্যানারি শিল্প সংশ্লিষ্ট সিইটিপি পরিচালনায় অভিজ্ঞ ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোন প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে। প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্টের প্রস্তাবিত কৌশল, পরিশোধিত পানির গুণাগুণ, ২৪ ঘন্টায় পরিশোধনের পরিমান, পরিশোধনের প্রস্তাবিত চার্জ ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব যাচাই-বাছাইয়ের জন্য গঠিত কমিটিতে পেশাদারী লেদার টেকনোলজিস্ট, কম্প্লায়েন্ট সিইটিপি পরিচালনায় ও LWG অডিট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এটি স্বচ্ছতা ও পেশাদারিত্বের সাথে দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। এক্ষেত্রে, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা) কর্তৃক 'Build Own Operate' হিসেবে ঢাকা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে সিইটিপি নির্মাণ ও তা কার্যকরভাবে পরিচালনার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো যেতে পারে। অপরদিকে, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে উহাকে ব্যবহারযোগ্য সম্পদে রূপান্তরের নিমিত্ত 'Build Own Operate' হিসেবে বিদ্যুৎ, বায়োগ্যাস, সার, জিলেটিন, লেদার বোর্ড, ফ্যাট ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য প্লান্ট নির্মাণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে, একাধিক প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। যে সকল প্রতিষ্ঠান আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতিতে পরিবেশসম্মতভাবে চামড়া শিল্পের কঠিন বর্জ্য ব্যবহার করে ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য উৎপাদন করবে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে। সর্বোপরি, কম্প্লায়েন্স নিশ্চিতকরণে পরিমিত পানি ব্যবহারসহ তরল ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ট্যানারিসমূহকেও যথাযথ দায়িত্বশীল হতে হবে। প্রসঙ্গত, বিগত ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে পরিচালিত ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের সিইটিপি'র ট্রায়াল অ্যাসেসমেন্ট প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক কম্প্লায়েন্স নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সকলের করণীয় নির্ধারণ ও তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

LWG সনদ পেতে হলে এ শিল্প নগরীর ট্যানারিসমূহের নিজস্ব এখতিয়ারভুক্ত ১৩টি চ্যাপ্টারের কম্প্লায়েন্স অর্জনে ট্যানারি মালিকদের নিজেদেরই উদ্যোগী হতে হবে। আশার কথা হলো, ইতোমধ্যে এ সকল চ্যাপ্টারের কোন কোনটিতে কম্প্লায়েন্স অর্জনে কিছু ট্যানারিতে সরকার, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনসমূহ ও ট্যানারি মালিকগণ কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে; তবে তা যথেষ্ট নয়। সুতরাং, প্রতিটি ট্যানারিতে চ্যাপ্টারভিত্তিক গ্যাপ অ্যাসেসমেন্ট পরিচালনাপূর্বক কম্প্লায়েন্স নিশ্চিতকরণে করণীয় নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট ট্যানারি মালিক কর্তৃক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এমতাবস্থায়, ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ট্যানারিসমূহের LWG সনদ অর্জনে একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক তা যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। আর এখানকার ট্যানারিসমূহ কর্তৃক এ সনদ অর্জন করা সম্ভব হলে অদূর ভবিষ্যতে চামড়া খাতে এ দেশের রপ্তানি আয় ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হতে পারে।

চামড়া খাতে Leather Working Group (LWG) সনদ অর্জনে করণীয় বিষয়ক প্রতিবেদন

প্রেক্ষাপট:

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি আয়ের খাত। ২০২২-২৩ অর্থবছরে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের পরিমান ১,২২৩.৬২ কোটি মার্কিন ডলার। ১৯৫১ সালের অক্টোবরে তৎকালীন সরকার ঘোষিত এক গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে ঢাকার হাজারীবাগে ট্যানারি শিল্প স্থাপিত হয়। নানাবিধ কারণে বিশেষ করে হাজারীবাগের ট্যানারি শিল্পের বর্জ্য পরিশোধনের যথাযথ ব্যবস্থা না থাকায় প্রতিদিন প্রায় ২১ হাজার ৬০০ ঘনমিটার ট্যানারি বর্জ্য বুড়িগঙ্গা নদীতে নির্গত হতো। ফলে এ নদীসহ আশপাশের এলাকার পরিবেশ দূষণের কারণে পরিবেশবান্ধব ট্যানারি শিল্প প্রতিষ্ঠাকল্পে সরকার হাজারীবাগ হতে ট্যানারিসমূহ রিলোকেশনের বিবেচনায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন 'বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন' (বিসিক (BSCIC)) এর তত্ত্বাবধানে ২০০৩ সালে সাভারের হেমায়েতপুরে প্রায় ২০০ একর জমির ওপর 'ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট' গড়ে তোলার প্রকল্প গ্রহণ করা হয় যা জুন, ২০২১ সালে সমাপ্ত হয়েছে। মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনায় ২০১৭ সালে হাজারীবাগ হতে ট্যানারিসমূহকে বিসিক-এর আওতাধীন সাভারস্থ এ শিল্প নগরীতে স্থানান্তর করা হয়েছে। এখানে বরাদ্দপ্রাপ্ত ১৬২টি ট্যানারির মধ্যে বর্তমানে ১৪০টি উৎপাদনরত রয়েছে যা ওয়েট ব্লু, ক্রাস্ট ও ফিনিশড চামড়া উৎপাদনে নিয়োজিত রয়েছে। কিন্তু নানা সীমাবদ্ধতার কারণে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত LWG (Leather Working Group) সনদ অর্জন করতে না পারায় এখানকার ট্যানারিগুলো নিজেদের উৎপাদিত চামড়া ইউরোপ-আমেরিকায় রপ্তানি বা চামড়াজাত পণ্যের নামি কোন ব্রান্ডের নিকট বিক্রয় করতে পারছে না, খুব কম মূল্যে চীন বা অন্য দেশের ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করতে বাধ্য হচ্ছে। উপরন্তু, দেশীয় চামড়ার পর্যাপ্ত যোগান থাকা সত্ত্বেও রপ্তানিমুখী চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনকারী স্থানীয় শিল্প কারখানা কর্তৃক প্রতিবছর প্রায় এক হাজার কোটি টাকার LWG সার্টিফায়েড ফিনিসড লেদার আমদানি করা হয়। অথচ, এখানকার ট্যানারিসমূহের এ সনদ অর্জন করা সম্ভব হলে, অদূর ভবিষ্যতে চামড়াখাতে এ দেশের রপ্তানি আয় ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে গত ১৭ মে ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত বিডা'র কর্মকর্তাগণের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের মতবিনিময় সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়-

> সিদ্ধান্ত নং ৫.১৮: "ক) চামড়া খাতে Leather Working Group (LWG) সনদ অর্জনের বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহপূর্বক মুখ্যসচিব মহোদয়কে অবহিত করতে হবে।
> খ) তদপরবর্তীতে বিডা, শিল্প মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট বিভাগের সমন্বয়ে মুখ্যসচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা আহ্বান করতে হবে।"

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত নং ৫.১৮ (ক) বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিডা কর্তৃক নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে-

- পরিবেশ অধিদপ্তর, বিসিক ও ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ওয়েস্টেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট কোম্পানি লিঃ (শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন) এবং চামড়া খাত সংশ্লিষ্ট ৩টি এসোসিয়েশন হতে চামড়া খাতে LWG সনদ অর্জনে করণীয় বিষয়ে মতামত/ইনপুটস সংগ্রহ করা হয়েছে।
- প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনান্তে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের জন্য বিডা'র নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট অংশীজন সমন্বয়ে বিগত ১৮ জুলাই ২০২৩ তারিখে বিডা'র সম্মেলন কক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে বিদ্যমান ট্যানানিসমূহের LWG সনদ অর্জনে সমস্যাসমূহ নিরসনে করণীয় বিষয়ে লিখিতভাবে সুনির্দিষ্ট মতামত প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিকট বিডা কর্তৃক পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
- বিডা'র স্ট্র্যাটেজিক ইনভেস্টমেন্ট উইং এর একটি টীম কর্তৃক ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, সাভার, ঢাকা; বাংলাদেশে LWG সনদধারী এপেক্স ট্যানারি লিঃ (ইউনিট-২), কালিয়াকৈর, গাজীপুর ('গোল্ড' রেটেড); ও রিফ লেদার লিঃ, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম ('সিলভার' রেটেড); এবং ঢাকা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ডিইপিজেড), সাভার, ঢাকা-এর কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে।
- এ সকল স্থাপনা পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা ও প্রাপ্ত ইনপুটস পর্যালোচনাপূর্বক ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ট্যানারিসমূহের LWG সনদ অর্জনের চ্যালেঞ্জসমূহ, ইতোমধ্যে গৃহীত উদ্যোগসমূহ ও করণীয় বিষয়ে আলোকপাতপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। অধিকন্তু, LWG ও উহার সনদ অর্জনের মানদন্ডসমূহের ওপর এ প্রতিবেদনে আলোকপাত হয়েছে।

লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ (LWG):

লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ (LWG) হল একটি অলাভজনক সংগঠন, যা বিশ্বব্যাপী টেকসই, দায়িত্বশীল ও পরিবেশসম্মত উপায়ে চামড়া প্রক্রিয়াকরণ ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণে কাজ করে। LWG চামড়া সরবরাহ চেইনের সমস্ত অংশীজনকে অন্তর্ভুক্ত করে, চামড়া ব্যবহার করা হয় এমন সকল শিল্পের প্রতিনিধিত্ব করে। ২০০৫ সালে গঠিত, লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ পাদুকা, পোশাক, চামড়াজাত পণ্য, ও গৃহসজ্জা সামগ্রীর ব্র্যান্ড এবং চামড়া প্রক্রিয়াকরণে নিয়োজিত ট্যানারিসমূহের মধ্যে একটি সহযোগিতামূলক উদ্যোগ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর প্রতিষ্ঠাতার মধ্যে রয়েছে চামড়াজাত ও পণ্য বিপণনকারী বিশ্বের নামী-দামি ব্রান্ডসমূহ। যেমন: Adidas, Clarks, Ikea, Nike, Marks & Spencer, New Balance, Timberland ইত্যাদি। প্রতিষ্ঠার পর হতে সংস্থাটি বিশ্বের বৃহত্তম চামড়া শিল্প-নির্দিষ্ট স্টেকহোল্ডার সংস্থায় পরিণত হয়েছে। এটি বিশ্বের ৬০ টিরও বেশি দেশে ২,০০০-এরও অধিক স্টেকহোল্ডারের প্রতিনিধিত্ব করে। এর স্টেকহোল্ডারদের অন্তর্ভুক্ত:

- ব্র্যান্ড / খুচরা বিক্রেতা
- চামড়া প্রক্রিয়াকরণে নিয়োজিত ট্যানারিসমূহ
- কাঁচামাল, আংশিক প্রক্রিয়াজাত এবং ফিনিশড লেদার সামগ্রীর ব্যবসায়ীগণ
- ট্যানারি শিল্প সংক্রান্ত সরবরাহকারী (যেমন রাসায়নিক উৎপাদক, যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী)
- ফিনিশড লেদার দ্বারা চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনকারীগণ
- গ্রুপ, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ এবং সমিতিসমূহ

LWG বিশ্বব্যাপী পরিবেশসম্মতভাবে চামড়া ও চামড়াজাত শিল্পের কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণে কাজ করে। গ্রুপটি পরিবেশগত বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করে চামড়া শিল্পের দৃশ্যমান উন্নতি করতে চায়। বিশ্বে LWG সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৫৪৩টি। এর মধ্যে ভারতে ১৩৯টি, চীনে ১০৩টি, ইতালিতে ৬৮টি, ব্রাজিলে ৬০টি, তাইওয়ানে ২৪টি, স্পেনে ১৭টি, দক্ষিণ কোরিয়া ও তুরস্কে ১৬টি ও ভিয়েতনামে রয়েছে ১৪টি। বাংলাদেশে হাতে গোনা মাত্র ৩টি ট্যানারি এ সনদ অর্জন করেছে। সেগুলো হলো-

- এপেক্স ট্যানারি লিঃ (ইউনিট-২), কালিয়াকৈর, গাজীপুর ('গোল্ড' রেটেড);
- রিফ লেদার লিঃ, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম ('সিলভার' রেটেড); এবং
- এবিসি লেদার লিঃ, সাভার, ঢাকা ('অডিটেড')।

LWG সনদের মানদন্ড:

LWG সনদ পেতে কোন ট্যানারিকে ১৬টি চ্যাপ্টারে মোট ১,৭১০ নম্বরের নিবিড় মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় উত্তীর্ণ হতে হবে। তন্মধ্যে ১৬০ নম্বরের তিনটি চ্যাপ্টার (Social audit, Traceability (incoming) ও Traceability (outgoing)) ব্যতীত অবশিষ্ট ১,৫৫০ নম্বরের ১৩টি আবশ্যিক চ্যাপ্টারের প্রত্যেকটিতে পৃথকভাবে ন্যূনতম ৮৫% নম্বর প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান 'গোল্ড' রেটেড, ৭৫% নম্বর অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান 'সিলভার' রেটেড, ৬৫% নম্বর অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান 'ব্রোঞ্জ' রেটেড, এবং ৫০% নম্বর অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান 'অডিটেড' হিসেবে সনদ পাওয়ার উপযোগী বলে বিবেচিত। উল্লেখ্য, আবশ্যিক চ্যাপ্টারের যে কোনটিতে অডিট উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হলে সামগ্রিক মূল্যায়ন 'অনুত্তীর্ণ (Fail)' হিসেবে বিবেচিত হবে। এপ্রিল/২০২৩ মাসে প্রকাশিত LWG এর ৭.২.৩ নং অডিট প্রোটোকল অনুযায়ী মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেকশেনে নম্বর বিন্যাস নিম্নের সারণিতে উল্লেখ করা হলো-

ক্র. নং	সেকশন	মোট নম্বর	গোল্ড রেটেড (%)	সিলভার রেটেড (%)	ব্রোঞ্চ রেটেড (%)	অডিটেড (%)	মন্তব্য
০১	General facility details	-	-	-	-	-	-
০২	Subcontracted operations	১০০	৮৫.০	৭৫.০	৬৫.০	৫০.০	আবশ্যিক
০৩	Social audit	৫০	০	০	০	০	-

ক্র. নং	সেকশন	মোট নম্বর	গোল্ড রেটেড (%)	সিলভার রেটেড (%)	ব্রোঞ্চ রেটেড (%)	অডিটেড (%)	মন্তব্য
০৪	Operating permits	১০০	৮৫.০	৭৫.০	৬৫.০	৫০.০	আবশ্যিক
০৫	Production data	১০০	৮৫.০	৭৫.০	৬৫.০	২৫.০	আবশ্যিক
০৬	Traceability (incoming)	৫০	০.০	০.০	০.০	০.০	-
০৭	Traceability (outgoing)	৬০	০.০	০.০	০.০	০.০	-
০৮	EMS	১০০	৮৫.০	৭৫.০	৬৫.০	৫০.০	আবশ্যিক
০৯	RSL, Compliance, CrVI	১৫০	৮৫.০	৭৫.০	৬৫.০	৫০.০	আবশ্যিক
১০	Energy consumption	১০০	৮৫.০	৭৫.০	৬৫.০	২৫.০	আবশ্যিক
১১	Water usage	১০০	৮৫.০	৭৫.০	৬৫.০	২৫.০	আবশ্যিক
১২	Air & noise emissions	১০০	৮৫.০	৭৫.০	৬৫.০	৫০.০	আবশ্যিক
১৩	Waste management	১৫০	৮৫.০	৭৫.০	৬৫.০	৫০.০	আবশ্যিক
১৪	Effluent treatment	১৫০	৮৫.০	৭৫.০	৬৫.০	৫০.০	আবশ্যিক
১৫	H&S, Emergency Plans	১৫০	৮৫.০	৭৫.০	৬৫.০	৫০.০	আবশ্যিক
১৬	Chemical Management	১৫০	৮৫.০	৭৫.০	৬৫.০	৫০.০	আবশ্যিক
১৭	Operations Management	১০০	৮৫.০	৭৫.০	৬৫.০	৫০.০	আবশ্যিক
সর্বমোট নম্বর:		**১,৭১০**	৮৫.০%	৭৫.০%	৬৫.০%	৫০.০%	

উল্লেখ্য, উপরের ছকে উল্লিখিত ১৬টি চ্যাপ্টারের মধ্যে তিনটি চ্যাপ্টারের (Operating permits, Waste management, Effluent treatment) ৪০০ নম্বর ব্যতীত অবশিষ্ট ১,৩১০ নম্বরের ১৩টি চ্যাপ্টারের কম্প্লায়েন্স অর্জন ট্যানারিসমূহের একান্ত নিজস্ব দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ট্যানারিসমূহের LWG সনদ অর্জনের ক্ষেত্রে, অবশিষ্ট ৪০০ নম্বরের মধ্যে তরল ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট দুটি চ্যাপ্টারের (Waste management এবং Effluent treatment)-এর ক্ষেত্রে বিসিকের আওতাধীন ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ওয়েস্টেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট কোম্পানি লি: (DTIEWTPCL)-এর পাশাপাশি ট্যানারিসমূহেরও দায়িত্ব রয়েছে। আর ট্যানারি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন লাইসেন্স, সার্টিফিকেট, পারমিট ইত্যাদি বিভিন্ন সরকারী দপ্তর সংশ্লিষ্ট হলেও সেগুলো অর্জনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ট্যানারি ওপরই বর্তায়। উল্লেখ্য, LWG সনদ অর্জন একটি দীর্ঘ ও সময় সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। এ সনদ অর্জনে অডিট প্রক্রিয়ায় চ্যাপ্টারভেদে ন্যুনতম এক বছর হতে সর্বোচ্চ দুই বছরের ডাটা পর্যালোচনা করা হয়। আর একবার কোন কারণে অডিট 'Fail' হলে ৬ মাস পর পুনরায় অডিট করানো যায়। কিন্তু, এ ক্ষেত্রে, পূর্ববর্তী অডিট 'Fail'-এর কারণসমূহ নিরসনপূর্বক অডিটের চাহিদা অনুযায়ী চ্যাপ্টারভেদে ন্যুনতম এক বছর হতে সর্বোচ্চ দুই বছরের কম্প্লায়েন্ট ডাটা প্রস্তুত থাকতে হবে।

LWG অডিটের ক্ষেত্রে পরিবেশগত বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। বিশেষতঃ চামড়া প্রক্রিয়াকরণকালে উৎপন্ন তরল ও কঠিন বর্জ্য পরিবেশসম্মতভাবে ব্যবস্থাপনা করতে হবে। চামড়া শিল্পের ট্যানারিগুলো হতে হবে শতভাগ পরিবেশবান্ধব;

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শতভাগ তরল বর্জ্য পরিশোধনে সক্ষম ইটিপি (বর্জ্য শোধন প্ল্যান্ট) বা সিইটিপি (কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার) থাকতে হবে । কঠিন বর্জ্য পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ/ব্যবহার/পুনঃব্যবহার করতে হবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মান রক্ষা করে শ্রমিকদের কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। চামড়া প্রক্রিয়াকরণে পানি ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে ইফিশিয়েন্ট কি না, সেটাও অডিট করে LWG। এ অডিটের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যাপ্টারের ওপর নিম্নে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো-

- **General Facility Details:** প্রতিটি ট্যানারিতে দায়িত্বপূর্ন ম্যানেজমেন্ট কাঠামোসহ ট্যানারির সাধারণ তথ্যাবলি থাকতে হবে। এছাড়া প্রাথমিকভাবে হাউজকিপিং ও পরিস্কার-পরিছন্নতা উন্নততর করতে হবে।

- **Subcontracted Operations:** কোন ট্যানারি যদি সম্পূর্ণরুপে কাঁচা চামড়া প্রক্রিয়াজাত করতে পারে তার জন্য এই সেকশন প্রযোজ্য নয়। তবে কোন ট্যানারি যদি উৎপাদন প্রক্রিয়া আংশিকভাবে নিজের ট্যানারিতে করে এবং আংশিকভাবে অন্য ট্যানারিতে সম্পন্ন করে তবে সেই ভিন্ন ট্যানারিকেও লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপের সনদ পেতে হবে।

- **Social Audit:** Social compliance সম্পর্কিত দেশীয় আইন যেমন, শ্রম আইন, ২০০৬ ও আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলতে হবে। ট্যানারি শ্রমিক সহ সকল কর্মকর্তাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক Social Compliance policy প্রণয়নপূর্বক অনুসরণ করতে হবে। LWG কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান যেমন, Amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI) / Higg Facility Social & Labor Module (FSLM)/ Initiative for Compliance and Sustainability (ICS)/ Responsible Business Alliance (RBA) – VAP/ Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)/ Sustainable Leather Foundation/ SA8000 Standard, Social Accountability International/ Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA), যে কোন একটি প্রতিষ্ঠান দ্বারা ট্যানারিকে অডিটেড হতে হবে এবং সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

- **Operating permits**: প্রতিটা ট্যানারিকে সংশ্লিষ্ট দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট/লাইসেন্স/রেজিস্ট্রেশন/অপারেটিং পারমিট গ্রহণ করতে হবে। এ দেশীয় ট্যানারিসমূহকে পরিবেশ অধিদপ্তরের সার্টিফিকেট, কলকারখানা অধিদপ্তরের লাইসেন্স, বয়লার লাইসেন্স, এসিড লাইসেন্সসহ সকল ধরনের কমপ্ল্যায়েন্সে অথরিটি হতে সার্টিফিকেট/লাইসেন্স/রেজিস্ট্রেশন/অপারেটিং পারমিট থাকতে হবে।

- **Production data:** প্রতিটি ট্যানারিতে প্রক্রিয়াজাতকৃত চামড়ার পরিমাণ, উৎপাদিত বর্জ্যের পরিমাণ লিখিতভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পানির ব্যবহার, Energy Consumption, Waste Generation-সহ বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্ট সংরক্ষণ করতে হবে। এছাড়া চামড়ার সরবরাহ চেইন সংক্রান্ত সমস্ত ডাটা সংরক্ষণ করতে হবে।

- **Traceability (incoming):** কাঁচা চামড়া কোন স্লটার হাউজ হতে এসেছে, উক্ত চামড়া মার্কিং আছে কিনা, উক্ত চামড়া বন্য জন্তুর চামড়া কিনা, জবাই করার ফলে পরিবেশ দূষণ হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে।

- **Traceability (outgoing):** বিক্রয়যোগ্য চামড়ার চামড়ার ট্রেসিবিলিটি নিশ্চিত করার জন্য কাঁচা চামড়া, ওয়েট ব্লু এবং ক্রাস্ট চামড়া সঠিক ভাবে মার্কিং হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে।

- **EMS (পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি):** প্রতিটা ট্যানারিতে ISO14001:2015 অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পরিচালনা করতে হবে। কমপ্ল্যায়েন্স টিমসহ কমপক্ষে একজন কমপ্ল্যায়েন্স অফিসার বাধ্যতামূলক থাকতে হবে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হলে LWG সনদ পাওয়া সহজতর হবে। লিখিতভাবে Environmental policy, environmental procedure, action plan, environmental impact, aspect assessment, management review, ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করতে হবে এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

- **RSL (Restricted Substance list):** ট্যানারিতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ রাসায়নিক (Chromium VI, Formaldehyde, Chlorinated paraffins (C10-C13), AP ((Alkyl phenol) total, APEO

(Alkyl phenol ethoxylate) total, Dimethylfumarate, Azo-amines (each type) ব্যবহার করা যাবে না এবং এ বিষয়ে একটি নীতিমালা ও লিখিত ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে। উৎপাদিত চামড়ায় কোন সমস্ত নিষিদ্ধ বা ক্ষতিকর উপাদান আছে কিনা তা Third party কর্তৃক ISO মেথডে টেস্ট করাতে হবে।

- **Energy management:** চামড়া প্রক্রিয়াকরণে Energy Consumption-এর বিশেষত বিদ্যুৎ ব্যবহারের ডাটা সংরক্ষণ করতে হবে এবং Energy Consumption Reduction Plan থাকতে হবে। Energy consumption যত কম হবে LWG অডিটে তত বেশি মার্কিং থাকবে।

- **Water usage:** চামড়া প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহৃত পানির ডাটা সংরক্ষণ করতে হবে এবং Water reduction প্লান থাকতে হবে। LWG সনদ অর্জন করতে হলে পানির ব্যবহার পরিমিত/সীমিত করতে হবে। পানির ব্যবহার যত পরিমিত হবে, LWG অডিটে তত বেশি নম্বর অর্জন সম্ভব হবে।

- **Air& Noise Emission:** ট্যানারিতে হাইড্রোজেন সালফাইড, এমোনিয়া কিংবা অন্যান্য দুর্গন্ধ যাতে না ছড়ায় সে অনুযায়ী প্রতিরোধ এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা থাকতে হবে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী শব্দসীমার মধ্যে Noise Emmision Control থাকতে হবে। এছাড়া VOC Emission প্রতিনিয়ত পরিমাপ করতে হবে। গোল্ড, সিলভার কিংবা ব্রোঞ্জ সার্টিফিকেট পেতে হলে ফিনিশড চামড়া প্রক্রিয়াকরণে VOC Emmission অবশ্যই যথাক্রমে ৪৫ গ্রাম/বর্গমিটার, ৬০ গ্রাম/বর্গমিটার, ৭৫ গ্রাম/বর্গমিটার এর কম হতে হবে।

- **কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনাঃ** ট্যানারিতে প্রতিদিন যে পরিমাণ কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন হচ্ছে তার সঠিক তথ্য ট্যানারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষণ করতে হবে এবং উক্ত বর্জ্য পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ বা পুনঃব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি ট্যানারিতে লিখিতভাবে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি থাকতে হবে ও তা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে Prevention, Reductoion, Resuse, Recycle পদ্ধতিকে প্রাধান্য দিতে হবে।

- **Health, safety, emergency preparedness:** যেকোন দুর্ঘটনা মোকাবেলার জন্য জরুরী প্রস্তুতি ব্যবস্থাপনা, যেমন অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা, Fire drill ইত্যাদি ব্যবস্থা থাকতে হবে। ট্যানারিতে ও সিইটিপিতে হহাইড্রোজেন সালফাইড পরিমাপসহ Reduction Plan থাকতে হবে ও সে অনুযায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে।

- **Chemical management:** প্রতিটা ট্যানারিতে কেমিক্যাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম থাকতে হবে। এই কেমিক্যাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের আওতায় ZDHC কর্তৃক MRSL (https://mrsl.roadmaptozero.com/) মেনে চলতে হবে। ফ্লোরে কোন প্রকার কেমিক্যাল spillage হওয়া চলবে না। আধুনিক কেমিক্যাল গুদাম থাকতে হবে।

- **Operations Management:** LWG সনদ পাওয়ার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে ট্যানারির হাউজ কিপিং। হাউজকিপিং উন্নত করার জন্য আলাদাভাবে প্রতিটি ট্যানারিতে পরিবেশ সম্মত কেমিক্যাল স্টোরেজ, কাঁচা চামড়ার গুদাম, ধরণ অনুযায়ী কঠিন বর্জ্য সংরক্ষণাগার থাকতে হবে। হাউজকিপিং এর মধ্যে ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, Access routes (walkways, fork-truck routes, etc), hair save liming কিংবা স্বল্প সালফাইড যুক্ত লাইমিং, pH ও Temperature control, আমোনিয়া ফ্রি ডিলাইমিং কিংবা স্বল্প আমোনিয়া যুক্ত ডিলাইমিং, ট্যানিং বর্জ্য হতে অন্যান্য বর্জ্য পৃথকীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রাধান্য দিয়ে অপারেশন ম্যানেজমেন্ট প্রতিপালন করতে হবে। প্রতিটা ট্যানারিতে পানি যাতে ফ্লোরে জমে না থাকে সে জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী পানি নিষ্কাষণের সুবিধার্থে ফ্লোরে ঢাল তৈরী করতে হবে।

ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ট্যানারিসমূহের LWG-এর মৌলিক মানদন্ড অর্জনে চ্যালেঞ্জসমূহ:

ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ট্যানারিসমূহের LWG সনদ অর্জনের ক্ষেত্রে মোট ১,৭১০ নম্বরের মধ্যে ১,৩১০ নম্বর ট্যানারির একান্ত নিজস্ব ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভর করে। অবশিষ্ট ৪০০ নম্বরের সাথে সরকারী বিভিন্ন দপ্তর কম-বেশি জড়িত। বিশেষ করে এখানকার ট্যানারিসমূহের তরল ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট ৩০০ নম্বরের সাথে বিসিকের আওতাধীন ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ওয়েস্টেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট কোম্পানি লিঃ (DTIEWTPCL) জড়িত। তবে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সফলতা ট্যানারিসমূহের উত্তম অনুশীলনের ওপরও তা অনেকাংশে নির্ভর করে। অর্থাৎ বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ট্যানারিসমূহের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ট্যানারিসমূহের LWG সনদ অর্জনে চ্যালেঞ্জসমূহের ওপর আলোকপাত করা হলো:

১। পানির ব্যবহার: LWG প্রোটোকল অনুযায়ী ট্যানারিতে চামড়া প্রক্রিয়াকরণে পানির ব্যবহারের ওপর ১০০ নম্বরের মূল্যায়ন করা হয়। চামড়া প্রক্রিয়াকরণে পরিমিত পরিমান পানি ব্যবহারের ওপর LWG জোর দিয়ে থাকে। উল্লেখ্য, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা অনুযায়ী প্রতি মেট্রিক টন চামড়া প্রক্রিয়াকরণে ৩০ ঘনমিটারের অধিক তরল বর্জ্য নির্গমন করা যাবে না। অথচ ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের অনেক ট্যানারি প্রতি মেট্রিক টন চামড়া প্রক্রিয়াকরণে ৩০ ঘনমিটারের অধিক তরল বর্জ্য নির্গমন করে থাকে যা জাতীয় আইনের লঙ্ঘন এবং LWG প্রোটোকল অনুযায়ী এ সনদ পেতে হলে কোন ট্যানারিকে অবশ্যই সর্বাগ্রে জাতীয় আইন প্রতিপালন করতে হবে। অর্থাৎ, পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ভঙ্গ হলে এ দেশের আইন না মানার কারণে LWG অডিটে 'Fail' হিসেবে গণ্য হবে। প্রকৃতপক্ষে, এখানকার ট্যানারিসমূহ উৎপাদন কার্যে বিসিক কর্তৃক সরবরাহকৃত পানি ব্যবহারের পাশাপাশি নিজস্ব ডিপ টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করে থাকে। ফলে, ট্যানারিসমূহ থেকে চামড়া প্রক্রিয়াকরণে নির্ধারিত পরিমানের চেয়ে অনেক বেশি তরল বর্জ্য নির্গত হয় যা LWG প্রোটোকলের সাথেও সাংঘর্ষিক। আর অতিরিক্ত তরল বর্জ্য সিইটিপি'র জন্যও চ্যালেঞ্জ তৈরি করে।

২। তরল বর্জ্য পরিশোধন: LWG প্রোটোকল অনুযায়ী তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ওপর ১৫০ নম্বর রয়েছে। ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) এর মাধ্যমে চামড়া প্রক্রিয়াকরণে উৎপাদিত তরল বর্জ্য পরিশোধন করা হয়। এ সিইটিপি পরিচালনার দায়িত্ব বিসিকের আওতাধীন DTIEWTPCL-এর। তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য স্থাপিত এ সিইটিপি'র কার্যকারিতা নিয়মিত মনিটরিংয়ের অংশ হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতি মাসে সিইটিপি দ্বারা পরিশোধনের পূর্বে এবং পরে তরল বর্জ্যের নমুনা সংগ্রহপূর্বক এ অধিদপ্তরের নিজস্ব ল্যাবরেটরিতে বিশ্লেষণ করা হয়। ২০১৬-২০২৩ সাল পর্যন্ত প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার সিইটিপি'র ইনলেট এবং আউটলেট, বাইপাস ড্রেন,স্ট্রম ওয়াটার ড্রেন এবং পার্শ্ববর্তী নদীর পানির নমুনা পরীক্ষা করা হয়। তরল বর্জ্যের বিশ্লেষিত ফলাফল পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কোন কোন প্যারামিটার পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ (৪ মার্চ ২০২৩ তারিখ হতে রহিত) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য মানমাত্রার বাহিরে। যদিও পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ১৭/০৭/২০২২ ইং তারিখের ২৮-তম বৈঠকের সুপারিশ/সিদ্ধান্ত (চ) অনুযায়ী ৩ মাসের মধ্যে এ সিইটিপি'র সিওডি, ক্রোমিয়াম এবং অক্সিজেন দূষণের লেভেল নির্ধারিত মাত্রার মধ্যে আনয়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে তরল বর্জ্যের ফলাফল পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এ সিইটিপি'র পরিশোধিত তরল বর্জ্যের মান পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য মানমাত্রার বাহিরে। নিম্নের সারণির ৩নং কলামে ৯ মাসে (আগস্ট, ২০২২ হতে মে, ২০২৩ সময়কালের মধ্যে) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সংগৃহীত এ সিইটিপি'র তরল বর্জ্যের বিশ্লেষিত ফলাফলের মধ্যে যে সকল প্যারামিটারের মান পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ (৪ মার্চ ২০২৩ তারিখ হতে রহিত)/ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য মানমাত্রার বাহিরে রয়েছে সে সকল প্যারামিটারের নাম উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রমিক নং	নমুনা সংগ্রহের তারিখ	পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ (৪ মার্চ ২০২৩ তারিখ হতে রহিত)/ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ অনুসারে তরল বর্জ্যের বিশ্লেষিত ফলাফলে গ্রহণযোগ্য মানমাত্রার বাহিরে রয়েছে এমন প্যারামিটারের নাম
১	০৭/০৮/২০২২	সিওডি, টিডিএস, ক্রোমিয়াম,বিওডি, ডিও
২	১৯/০৯/২০২২	সিওডি, টিডিএস, ক্রোমিয়াম,বিওডি, ডিও
৩	১৬/১০/২০২২	সিওডি, টিডিএস, ক্রোমিয়াম,বিওডি, ডিও, টিএসএস

ক্রমিক নং	নমুনা সংগ্রহের তারিখ	পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ (৪ মার্চ ২০২৩ তারিখ হতে রহিত)/ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ অনুসারে তরল বর্জ্যের বিশ্লেষিত ফলাফলে গ্রহণযোগ্য মানমাত্রার বাহিরে রয়েছে এমন প্যারামিটারের নাম
৪	০৮/১১/২০২২	সিওডি, টিডিএস, ক্রোমিয়াম,বিওডি
৫	২৭/১২/২০২২	সিওডি, টিডিএস, ক্রোমিয়াম,বিওডি, ডিও, টিএসএস
৬	০৫/০১/২০২৩	সিওডি, টিডিএস, ক্রোমিয়াম,বিওডি, টিএসএস
৭	১৩/০২/২০২৩	সিওডি, টিডিএস, ক্রোমিয়াম,বিওডি, টিএসএস
৮	১১/০৪/২০২৩	ক্রোমিয়াম, বিওডি, টিএসএস, ক্লোরাইড
৯	০৮/০৫/২০২৩	ক্রোমিয়াম, বিওডি, টিএসএস, ক্লোরাইড

৩। সিইটিপি'র দৈনিক পরিশোধন ক্ষমতা: ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের সিইটিপি'র রিপোর্টেড দৈনিক পরিশোধন ক্ষমতা ২৫,০০০ ঘনমিটার যা মূলত ট্যানারির একটি নির্দিষ্ট পলুশোন লোড বিশেষত Chemical Oxygen Demand (COD) লোডের ওপর নির্ভক করে নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ট্যানারিসমূহের তরল বর্জ্যে পলুশন লোড অধিক হওয়ায় প্রকৃত পরিশোধন ক্ষমতা প্রায় ৭০% পাওয়া যায়। উপরন্তু, এই পরিশোধন ক্ষমতার সাথে ৫,০০০ ঘনমিটার সুয়্যারেজ পরিশোধন সংযুক্ত রয়েছে। উল্লেখ্য, বিগত ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে LWG কর্তৃক এ সিইটিপি'র ট্রায়াল অ্যাসেসমেন্ট করা হয়। উক্ত ট্রায়াল অ্যাসেসমেন্ট প্রতিবেদনে বিদ্যমান সিইটিপি'র দৈনিক কার্যকর পরিশোধন ক্ষমতা ১৪,০০০ ঘনমিটার মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে যা রিপোর্টেড পরিশোধন ক্ষমতার মাত্র প্রায় ৫৬%। অথচ এ শিল্পনগরীতে অবস্থিত ট্যানারিসমূহের প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক সর্বোচ্চ প্রায় ৭৬৬ টন ওয়েট ব্লু এবং প্রায় ১৪২ টন ক্রাস্ট/ফিনিশড লেদার। সে হিসেবে স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী পানি ব্যবহৃত হলে ট্যানারিসমূহের মাধ্যমে দৈনিক প্রায় ২২,০০০ ঘনমিটার তরল বর্জ্য উৎপাদিত হওয়ার কথা। উপরন্তু, ঈদ-উল-আযহার পরের তিন মাস দৈনিক সর্বোচ্চ প্রায় ৪০,০০০ ঘনমিটার পর্যন্ত তরল বর্জ্য উৎপন্ন হয় মর্মে জানা যায়। পরিশোধন ক্ষমতার অতিরিক্ত তরল বর্জ্য সিইটিপিতে প্রেরণের ফলে সিইটিপি অকার্যকর হয়ে যায়। অনেক সময় অপরিশোধিত তরল বর্জ্য সারফেস ড্রেনের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী নদীতে নির্গমন করা হয়। LWG সনদ পেতে হলে এ ধরণের আনট্রিটেড বর্জ্য সরাসরি নদীতে নির্গমন বা ওভারফ্লো অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। উল্লেখ্য, এখানকার ট্যানারিসমূহের নিজস্ব তরল বর্জ্য পরিশোধন করার ব্যবস্থা নেই। দুটি প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব ইটিপি স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হলেও সেগুলোর স্থাপন সম্পন্ন হয়নি। বিডা'র টীম কর্তৃক সরেজমিনে ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট-এর সিইটিপি পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, এর ক্রোম রিকভারি ইউনিটটি কার্যকর নেই। উপরন্তু, সিইটিপি'র অনেক যন্ত্রাংশ পুরনো/অকেজো হলেও ব্যবস্থাপনাগত জটিলতা ও সময় ক্ষেপণের কারণে সেগুলো পরিবর্তন বা মেরামত না করায় সিইটিপি'র কার্যক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, সিইটিপি যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনা করা না হলে বর্জ্য পরিশোধনে ব্যবহৃত ব্যাক্টেরিয়ার পপুলেশন ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর ফলে বর্জ্য পরিশোধন ক্ষমতা আরও হ্রাস পায়। অধিকন্তু, একবার কোন কারণে সিইটিপি'র ব্যাক্টেরিয়ার পপুলেশন ক্ষতিগ্রস্থ হলে তা পুনরায় কাঙ্খিত পর্যায়ে পূর্ণ কার্য ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন।

৪। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: LWG প্রোটোকল অনুযায়ী কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ওপর ১৫০ নম্বর রয়েছে। ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ট্যানারিসমূহের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও DTIEWTPCL-এর ওপর ন্যস্ত। উল্লেখ্য, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে SPGS (Sludge Power Generating System) নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হলেও ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের সিইটিপি নির্মাণ সংক্রান্ত প্রকল্পের DPP সংশোধনের এক পর্যায়ে তা বাদ দেয়া হয় মর্মে জানা যায়। প্রসঙ্গত, এখানকার ট্যানারিসমূহ কর্তৃক দৈনিক প্রায় ২০০ মেট্রিক টন কঠিন বর্জ্য (তরল বর্জ্যের সাথে ক্রোম ও অন্যান্য কেমিক্যাল মিশ্রিত স্লাজ, ফ্লেশ, ঝিল্লি, চর্বি, চামড়ার কাটা টুকরো, শিং, পশম, হাড়ের টুকরো, চামড়া মিশ্রিত বালি, ক্রোম বিহীন চামড়ার কাটা টুকরো, ট্যানড স্প্লিটিং, সেভিং ডাস্ট, ক্রাস্ট এন্ড ফিনিশড চামড়া, ইত্যাদি) উৎপন্ন হয়। উৎপাদিত বিভিন্ন ধরণের কঠিন বর্জ্যের পরিমাণ বাৎসরিক প্রায় ৬৪ হাজার মেট্রিক টন। ট্যানারিতে সাধারণতঃ ক্রোমবিহীন ও ক্রোমযুক্ত- এই দুই ধরণের কঠিন বর্জ্য উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে ক্রোমবিহীন কঠিন বর্জ্য তুলনামূলকভাবে নিরাপদ এবং ক্রোমযুক্ত কঠিন বর্জ্য মানব স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এ শিল্পনগরীতে ক্রোমযুক্ত কঠিন বর্জ্যের মধ্যে শেভিং ডাস্ট, ক্রাস্ট ও ফিনিশড ট্রিমস রাখার জন্য মাত্র ২০,০০০ বর্গফুটের আবদ্ধ ডাম্পিং স্টেশন রয়েছে, যা ইতোমধ্যে পরিপূর্ণ হয়েছে এবং ক্রোম কেক রাখার জন্য ১৩,৮০০ বর্গফুটের আবদ্ধ ডাম্পিং স্টেশন রয়েছে, যা আরও

কয়েক বছর পর পরিপূর্ণ হবে মর্মে জানা যায়। অপরদিকে ক্রোমবিহীন কঠিন বর্জ্য তথা Raw trims, fleshings, hair ইত্যাদি অস্বাস্থ্যকর ও অনিরাপদভাবে প্রায় ৬ একর আয়তনের একটি ডাম্পিং জোনে গর্ত/পুকুর কেটে জমা করা হচ্ছে যেখানে নিরাপদ ডাম্পিং ইয়ার্ড ও এসপিজিএস নির্মাণের কথা ছিল। ক্রোমযুক্ত ও ক্রোমবিহীন কঠিন বর্জ্যই এ ডাম্পিং জোনে ফেলা হচ্ছে। পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার অভাবে কঠিন বর্জ্য ডাম্পিং ইয়ার্ডে অপরিকল্পিতভাবে রাখা হচ্ছে। কঠিন বর্জ্য পচনের ফলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, এমোনিয়া ও মিথেন জাতীয় গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন হচ্ছে, উৎকট গন্ধে বিষাক্ত হচ্ছে শিল্পনগরীর বাতাস; ক্ষতিকর রাসায়নিক লিচিং ও বৃষ্টির পানির সাথে নদীর পানিতে মিশ্রিত হওয়ার আশংকা রয়েছে। এমনকি, ফ্লেশ, ঝিল্লি, শেভিং, চর্বি ও ট্রিমিং চামড়া শিল্প নগরীর অভ্যন্তরীণ সংযোগ সড়কে পরে থাকতে দেখা যায় মর্মে জানা যায়। উপরন্তু, যথাযথ নিরাপত্তার অভাবে এ শিল্প নগরী হতে কঠিন বর্জ্য চুরি হচ্ছে মর্মে ধারণা করা হয় যা শুকিয়ে মাছ ও মুরগীর খাবারে ব্যবহারের আশঙ্কা রয়েছে যা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ।

৫। অকার্যকর কমন ক্রোম রিকভারি ইউনিট (Common Chrome Recovery Unit): কাঁচা চামড়া প্রক্রিয়াকরণে ক্রোমিয়াম নামক হেভি মেটাল ব্যবহার করা হয়। ট্যানারিসমূহের উৎপাদনে সৃষ্ট ক্রোমিয়াম সমৃদ্ধ তরল বর্জ্য হতে ক্রোমিয়াম পুনরুদ্ধার ও পুনর্ব্যবহারের জন্য সিইটিপি সংলগ্ন স্থানে একটি Common Chrome Recovery Unit (CCRU) স্থাপন করা হয়েছে। কারখানাসমূহ হতে এ লক্ষ্যে ক্রোমযুক্ত তরল বর্জ্য নির্দিষ্ট পাইপলাইনের মাধ্যমে CCRU-তে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু CCRU অকার্যকর হওয়ায় কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগারের আউটলেটের নির্গত তরল বর্জ্যের বিশ্লেষিত ফলাফল পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ক্রোমিয়ামের মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ অনুযায়ী নির্ধারিত মানমাত্রার বাহিরে রয়েছে।

৬। সিইটিপি'র পরিবেশগত ছাড়পত্র: LWG সনদ অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যতম অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হলো সিইটিপি'র পরিবেশগত ছাড়পত্র যা না থাকলে অডিটে সরাসরি 'Fail' হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু, ঢাকা ট্যানারির ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের সিইটিপি পরিবেশগত ছাড়পত্র পায়নি। উল্লেখ্য, এখানকার সিইটিপি'র অনুকূলে বিগত ২৪/০৭/২০০৫ খ্রি: তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয় এবং ২৩/০৭/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়ন করা হয়। ১৬/০২/২০২২ তারিখে এ সিইটিপি'র পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের নিকট আবেদন করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির গত ৬-৭ মার্চ ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৮০-তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিবেশগত ছাড়পত্রের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করার জন্য সিইটিপি কর্তৃপক্ষ-কে অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক একাধিকবার পত্র দেয়া হলেও সিইটিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জবাব প্রদান বা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করেনি মর্মে জানা যায়। কার্যত, বর্তমানে সিইটিপি পরিবেশগত ছাড়পত্রবিহীন অবস্থায় পরিচালিত হচ্ছে যা LWG সনদ অর্জনের অডিটে সরাসরি 'Fail' হিসেবে গণ্য হবে।

৭। ট্যানারিসমূহের পরিবেশগত ছাড়পত্র: বর্তমানে চামড়া শিল্প নগরীতে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনাকারী ট্যানারির সংখ্যা ১৪০টি। এর মধ্যে মহামান্য হাইকোর্টের ০৪টি নির্দেশনা শতভাগ প্রতিপালন এবং অভ্যন্তরীণ কমপ্লায়েন্স সন্তোষজনক সাপেক্ষে ০৬/০৬/২০২৩ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ঢাকা ট্যানারির ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ৮৮টি ট্যানারিকে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ট্যানারিসমূহ যথাযথ কাগজপত্র দাখিল না করায় এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা প্রতিপালন না করায় পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা সম্ভব হয়নি মর্মে জানা যায়। তবে, পরিবেশগত ছাড়পত্র পেলেও অনেক ট্যানারি তা নবায়ন করেনি। প্রসঙ্গত, পরিবেশগত ছাড়পত্র না থাকলে LWG সনদ অর্জনের অডিটে সরাসরি 'Fail' হিসেবে গণ্য হবে যা ইতোপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

৮। ট্যানারি পরিচালনার জন্য বিভিন্ন অপারেটিং লাইসেন্স/ছাড়পত্র/পারমিট ইত্যাদি: LWG অডিট প্রোটোকলের একটি চ্যাপ্টার হলো 'Operational Permit'। এ চ্যাপ্টারে মোট ১০০ নম্বরের ওপর মূল্যায়ন করা হয়। এ চ্যাপ্টারের শর্ত অনুযায়ী LWG সনদ পেতে ঢাকা ট্যানারির ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের প্রত্যেক ট্যানারিকে পরিবেশ ছাড়পত্রসহ ট্রেড লাইসেন্স, ফায়ার লাইসেন্স, বন্ড লাইসেন্স, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন, আইআরসি, ইআরসি ইত্যাদি বিভিন্ন অপারেটিং লাইসেন্স/ছাড়পত্র/পারমিট গ্রহণ অত্যাবশ্যক। উল্লেখ্য, অনেক ট্যানারি মালিক বিসিকের সাথে জমির ডিডও সম্পাদন করেনি। বিসিকের তথ্যানুযায়ী (জুলাই/২০২৩ মাসে প্রাপ্ত) বিসিক শিল্পনগরীর মোট ১৬২টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে মাত্র ৩২টি ইউনিটের লিজ ডিড সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য, ট্যানারি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সকল অপারেটিং পারমিট, লাইসেন্স, ছাড়পত্র ইত্যাদি না থাকলে LWG সনদ অর্জনের অডিটে সরাসরি 'Fail' হিসেবে গণ্য হবে।

৯। ল্যাবরেটরি পরিচালনায় অভিজ্ঞ লোকবলের প্রয়োজনীয়তা: বর্তমানে ঢাকা ট্যানারির ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের সিইটিপি'র ল্যাবরেটরিতে পিএইচ (pH), DO, BOD_5 (Biological Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), TSS (Total Suspended Solid), SV30 (Sludge Volume after 30 minutes), ইত্যাদি পরীক্ষা করা

হচ্ছে। বর্তমানে ল্যাবরেটরি লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপের মানদন্ড অনুযায়ী প্রস্তুত নয়। উপরন্ত ল্যাবরেটরিটির অ্যাক্রিডিটেশন প্রয়োজন। ল্যাবরেটরিতে দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোকবল নিয়োগ দেওয়াও প্রয়োজন।

১০। সকল মেজারিং যন্ত্রপাতি/উপকরণ ক্যালিব্রেশন: LWG সনদ পেতে হলে সিইটিপি, ল্যাবরেটরি ও ট্যানারিতে অবস্থিত প্রতিটি মেজারিং যন্ত্রপাতি/উপকরণ নিয়মিত ক্যালিব্রেশন করতে হয়। শুধু তাই নয়। প্রতিটি ট্যানারিতে যে পানির মিটার ও ইফ্লুয়েন্ট মিটার রয়েছে সেগুলোও ক্যালিব্রেশন করতে হবে। সিইটিপিতে অবস্থিত আউটলেট মিটারসহ ট্যানারিতে অবস্থিত সকল পানির মিটার ও ইফ্লুয়েন্ট মিটার প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুন করে স্থাপন ও কেলিব্রেশন করতে হবে।

১১। বায়ু ও শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ: LWG সনদের অন্যতম শর্তানুযায়ী বাতাসে বিষাক্ত হাইড্রোজেন সালফাইড ও এমোনিয়াসহ অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাস নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ট্যানারিতে চামড়া উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পশম দূর করার জন্য সোডিয়াম সালফাইড ব্যবহৃত হয়। সোডিয়াম সালফাইডযুক্ত ইফ্লুয়েন্ট এর সাথে কোন প্রকার এসিডিক ইফ্লুয়েন্ট মিশ্রিত হলে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসের উদ্ভব হয়। বর্তমানে কনভেইন্স পাইপ লাইনে এক লাইন দিয়ে ক্রোমিয়াম ইফ্লুয়েন্ট ও অন্য লাইন দিয়ে সোডিয়াম সালফাইডসহ অন্যান্য কেমিক্যালযুক্ত ইফ্লুয়েন্ট পরিবাহিত হয়। ট্যানারি রিট্যানিং প্রক্রিয়া হতে নির্গত এসিডিক ইফ্লুয়েন্ট সোডিয়াম সালফাইড ইফ্লুয়েন্টের সাথে মিশ্রিত হয়ে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস তৈরি হচ্ছে। এছাড়া কতিপয় ট্যানারি ক্রোমযুক্ত ইফ্লুয়েন্ট জেনারেল লাইনে ডিসচার্জ করার কারণে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস তৈরি হচ্ছে। ট্যানারিতে লাইমিং প্রক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে এমোনিয়াম সালফেট ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে ট্যানারিতে ও সিইটিপিতে এমোনিয়া গ্যাসের উদ্ভব হয়। বর্তমানে সিইটিপিতে অবস্থিত ব্লোয়ারসমূহ ও ইপিএস এ অবস্থিত জেনারেটর হতে অতিরিক্ত আওয়াজ সৃষ্টি হয় যা LWG এর রিকোয়ারমেন্ট এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

১২। ট্যানারি শিল্প মালিকদের ভূমিকা: সারা বিশ্বে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় 'Polluters pay' নীতি অনুসরণ করা হলেও ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে সরকারি উদ্যোগে কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার পরিচালনা ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেয়া হয়। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতসহ অন্যান্য দেশে ট্যানারি মালিকগণ নিজ উদ্যোগেই এ ধরনের বর্জ্য পরিশোধনাগার পরিচালনা করেন এবং সরকার ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজনীয় জায়গা ও অবকাঠামো প্রদান করে থাকে। আমাদের দেশে ঢাকা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে অবস্থিত সিইটিপি'টিও 'Build own operate' হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে সিঙ্গাপুরভিত্তিক একটি বিদেশি প্রতিষ্ঠান বেপজা হতে জমি লিজ নিয়ে নিজ উদ্যোগেই সিইটিপি নির্মাণ ও কম্প্লায়েন্স অনুযায়ী পরিচালনা করে আসছে। কিন্তু ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের সিইটিপি কমপ্লায়েন্ট নয়। উল্লেখ্য, ট্যানারি মালিকদের সহযোগিতা ও উদ্যোগ ব্যতীত এ সিইটিপি কমপ্লায়েন্ট করা সম্ভব নয়। LWG প্রোটোকলের বিষয়ে ট্যানারি মালিকদের পরিপূর্ণ জ্ঞানের অভাবে ট্যানারিসমূহ কর্তৃক নির্ধারিত মানদন্ডের অধিক পলিউশন লোডে ও মাত্রাতিরিক্ত পানি ব্যবহারের ফলে অধিক পরিমাণ তরল বর্জ্য ডিসচার্জ করায় সিইটিপিতে ইফ্লুয়েন্ট এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে পরিশোধন ব্যাহত হয়। আবার, কোনো কোনো ট্যানারি কর্তৃক তরল বর্জ্যের সাথে ক্ষুদ্রাকৃতির কঠিন বর্জ্য একই লাইনে অপসারণ করায় তা ট্রিটমেন্ট প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। ট্যানারিসমূহের ডিজাইন ক্যাপাসিটির অতিরিক্ত চামড়া প্রক্রিয়াকরণ বিশেষত জব ওয়ার্কে নিয়োজিত ট্যানারিসমূহের ক্যাপাসিটির অতিরিক্ত ওয়েট ব্লু চামড়া তৈরির প্রবণতা সিইটিপি'র লোড বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। মহামান্য হাইকোর্টের চার দফা নির্দেশনা অনুযায়ী ট্যানারিসমূহে ন্যূনতম প্রি-ট্রিটমেন্ট থাকার কথা যা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। তাছাড়া অধিকাংশ ট্যানারিরই হাউজকিপিং, রাসায়নিক দ্রব্যাদি হ্যান্ডলিংসহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ, ক্রোমযুক্ত বর্জ্য আলাদা করাসহ নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। অনেক ট্যানারিতে শ্রমিকদের সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ ও দক্ষ কর্মী ব্যবস্থাপনার অভাব এবং শ্রম আইন, ইএসকিউ (ESQ), পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ও বিধি-এর বিভিন্ন মানদন্ডের বিষয়ে মালিকদের পরিপূর্ণ জ্ঞানের অভাব রয়েছে। তাছাড়া গতানুগতিক পদ্ধতিতে চামড়া প্রক্রিয়াকরণ, ট্যানারিতে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে সচেতনতার অভাব এবং আধুনিক পদ্ধতিতে চামড়া প্রক্রিয়াকরণের বিষয়ে ধারণা না থাকা আন্তর্জাতিক LWG সনদ অর্জনের পথে অন্তরায়।

১৩। নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ: ট্যানারিসমূহ কর্তৃক চামড়া প্রক্রিয়াকরণকালে কোন কারণে বিদ্যুৎ চলে গেলে বিকল্প বিদ্যুৎ উৎস বা জেনারেটর না থাকলে চামড়ার মানের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। চামড়া শিল্প নগরীতে পল্লী বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে এবং লোডশেডিং এর কারণে উৎপাদন চ্যালেঞ্জর মুখে পড়ে। আবার, সিইটিপি'র ফিজিক্যাল, কেমিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট পদ্ধতি পরিচালনার জন্য ২৪ ঘন্টা নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকা অত্যাবশ্যক। বার বার লোডশেডিং এর কারণে সিইটিপি'র বায়োলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট এর পরিবেশ বজায় রাখাও চ্যালেঞ্জিং।

১৪। অরিশোধিত ঋণ ও সুদ: LWG সার্টিফিকেট না থাকায় ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে বিদ্যমান ট্যানারিসমূহ তাদের উৎপাদিত চামড়া স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করতে বাধ্য হচ্ছে। এতে করে তাঁরা আর্থিকভাবে দুর্বল অবস্থায় রয়েছে। অপরদিকে, এ চামড়া

শিল্প নগরীতে ট্যানারি স্থাপন করার জন্য ট্যানারি মালিকগণ কর্তৃক গৃহীত ব্যাংক ঋণের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলো প্রতিবছর চক্রবৃদ্ধি হারে ইন্টারেস্ট চার্জ করছে। ফলে বছর বছর ঋণের বোঝা আরোও ভারী হচ্ছে। কিন্তু উৎপাদিত চামড়া কম দামে বিক্রয় করায় কাঙ্খিত মুনাফা করতে না পারার কারণে এখানকার অনেক ট্যানারির মালিক ট্যানারি স্থাপন বাবদ গৃহীত ঋণ ও তার বিপরীতে আরোপিত সুদের টাকা যথাযথভাবে পরিশোধ করতে পারছে না।

১৫। জমির লিজ ডিড সম্পন্নকরণে ধার্যকৃত মূল্যের ওপর আরোপিত সার্ভিস চার্জ, ভ্যাট, সুদ ও দন্ড সুদ: ট্যানারি স্থাপনের জন্য ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে প্রথম যখন প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল তখন বিসিক কর্তৃক নির্ধারিত রেট ছিল ১৫০ টাকা প্রতি বর্গফুট যা পরবর্তীতে ৪৯৯ টাকা প্রতি বর্গফুট হারে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। তার ওপর আবার ভ্যাট ও সার্ভিস চার্জ পরিশোধপূর্বক লিজ ডিড সম্পন্ন করতে হয়। উপরন্তু, সময়মত রেজিস্ট্রেশন করতে না পারলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আসল টাকার ওপর সুদ ও দন্ড সুদ আরোপ করা হয়। এ ক্ষেত্রে সুদ হার প্রায় ১০%। ব্যবসায় মন্দার কারণে অর্থাভাবে ঢাকা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট এর অনেক ট্যানারিই বিসিক কর্তৃক ধার্যকৃত মূল্যের ওপর আরোপিত সার্ভিস চার্জ, ভ্যাট, সুদ ও দন্ড সুদের কারণে জমির ডিড সম্পন্নকরণের ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জুলাই/২০২৩ মাসে প্রাপ্ত বিসিক-এর তথ্যানুযায়ী এ শিল্পনগরীর মোট ১৬২টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে মাত্র ৩২টি ইউনিটের লিজ ডিড সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া, ৮টি শিল্প ইউনিট বিসিকের সমুদয় পাওনা পরিশোধ করলেও কিছু বিষয় অনিষ্পন্ন থাকা, ১২ টি শিল্প ইউনিটের প্লট বরাদ্দে বাতিলাদেশ অব্যাহত থাকা, ৩টি শিল্প ইউনিট মামলা সংক্রান্ত জটিলতা এবং ৭টি শিল্প ইউনিটের ওয়ারিশান/মালিকানা সংক্রান্ত জটিলতা থাকায় লিজ ডিড সম্পন্ন করা যায়নি মর্মে জানা যায়। বিসিক-এর তথ্যানুযায়ী (জুলাই, ২০২৩ মাসে প্রাপ্ত) অবশিষ্ট ১০০টিসহ মোট ১৩০টি ট্যানারির নিকট বিসিকের পাওনা প্রায় ১৯২ কোটি টাকা।

১৬। হাজারীবাগে ট্যানারিসমূহের পূর্বতন জমি বিক্রয়/হস্তান্তরে অচলাবস্থা: ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে স্থানান্তরের পর রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)-এর নিষেধাজ্ঞাঘটিত জটিলতার কারণে সংশ্লিষ্ট ট্যানারি মালিকগণ হাজারীবাগ এলাকায় বিদ্যমান পূর্বতন ট্যানারির জমি বিক্রয় করতে পারছে না। অথচ, উক্ত জমির জমি বন্ধক রেখে গৃহীত ব্যাংক ঋণের ওপরও ধারাবাহিকভাবে সুদ আরোপ করা হচ্ছে ও সংশ্লিষ্ট প্লট মালিককে তা পরিশোধ করতে হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০১০ সালে প্রণীত ড্যাপ-২০১০-এ হাজারীবাগের ট্যানারি এলাকাকে ওপেন স্পেস হিসেবে দেখানো হলেও ২০২২ সালের ২৬ আগস্ট প্রণীত ড্যাপ-২০২২-এ হাজারীবাগের উক্ত স্থানসমূহ ওপেন স্পেস হিসেবে আর দেখানো হয়নি। এমতাবস্থায়, উক্ত জমি বিক্রয় করা সম্ভব হলে ব্যাংকের দায়-দেনা পরিশোধ সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ট্যানারি মালিকগণ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সাভারস্থ ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে বিদ্যমান ট্যানারিতে ও অন্যান্য ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে সক্ষম হবেন।

১৭। ট্যানারির লে-আউট ও পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনাগত সমস্যা: ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের অধিকাংশ ট্যানারির লে-আউট যেমন- হাউজকিপিং, কেমিক্যাল সংরক্ষণ, রেকর্ড কিপিং ইত্যাদি সম্পূর্ণভাবে LWG-এর রিকোয়ারমেন্ট (requirements) বিবেচনা করে নির্ধারিত হয়নি যার জন্য আধুনিক হাউজকিপিং মেইনটেইন করা সম্ভব হচ্ছে না।

১৮। অনুমতিপ্রাপ্ত ইটিপি'র পরিশোধিত পানি নিষ্কাশনে উদ্ভুত জটিলতা: ইতোমধ্যে ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের দু'টি ট্যানারিকে নিজস্ব ইটিপি স্থাপনের অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি ট্যানারির নিজস্ব ইটিপি'র পরিশোধিত পানি নিষ্কাশনের বিষয়ে অনিশ্চয়তা/জটিলতা দেখা দেয়ায় প্রতিষ্ঠানটি ইটিপি নির্মাণ কাজ শুরু করতে পারেনি মর্মে জানা যায়।

১৯। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নেতিবাচক সংবাদ প্রকাশ: প্রতি বছর বিশেষত পবিত্র ঈদ-উল-আযহার আগে-পরে ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের পরিবেশ, পশুর চামড়া পরিবেশসম্মতভাবে প্রক্রিয়াকরণ, সিইটিপির পরিচালনা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে দেশের প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলোতে নানা সংবাদ ফলাও করে প্রচার করা হয় যা বাংলাদেশের চামড়ার আন্তর্জাতিক বাজারের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এ ধরণের নেতিবাচক প্রচারনা LWG সনদ অর্জনের পথেও অন্তরায় হতে পারে। তাই ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ট্যানারিসমূহের LWG সনদ অর্জনে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার দায়িত্বশীল ও গঠনমূলক ভূমিকা থাকা প্রয়োজন।

ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ট্যানারিসমূহের LWG সনদ অর্জনে ইতোমধ্যে গৃহীত উদ্যোগসমূহ:

ট্যানারি শিল্পে LWG কম্প্লায়েন্স অর্জন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সরকার, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ ও ট্যানারি সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনসমূহ এবং ট্যানারি মালিকগণ কর্তৃক এ সনদ অর্জনে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে বা বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। নিম্নে ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ট্যানারিসমূহের LWG সনদ অর্জনে ইতোমধ্যে গৃহীত উল্লেখযোগ্য উদ্যোগসমূহ উল্লেখ করা হলো-

১। সরকার, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ, ট্যানারি মালিকগণ ও সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনসমূহ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি: ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ট্যানারিসমূহের LWG সনদ অর্জনে অডিটের মোট ১,৭১০ নম্বরের মধ্যে ১,৪১০ নম্বর ট্যানারিসমূহের একান্ত নিজস্ব কম্প্লায়েন্সের সাথে জড়িত। সরকার, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ ও ট্যানারি সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনসমূহ ট্যানারি মালিকগণের সাথে পরিবেশগত, সামাজিক ও গুণগত কম্প্লায়েন্স অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করছে। এক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন কম্প্লায়েন্সের মাধ্যমে LWG সনদ অর্জনের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ সনদ ইউরোপীয় ইউনিয়নের ক্রেতাদের নিকট সহজেই গ্রহণযোগ্য। বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশন (বিটিএ) প্রাথমিকভাবে ২৫টি ট্যানারিকে LWG সনদ অর্জনে সক্ষম করার লক্ষ্যে লেদার সেক্টর বিজনেস প্রোমোশন কাউন্সিল (এলএসবিপিসি), বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর সহায়তায় গ্যাপ অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে ১২টি ট্যানারিতে LWG প্রোটোকল অনুযায়ী ইমপ্লিমেন্টেশন কাজ চলমান আছে মর্মে জানা যায়। অবশিষ্ট ট্যানারিসমূহকে LWG সনদ অর্জনে সক্ষম করার লক্ষ্যে লেদার সেক্টর বিজনেস প্রোমোশন কাউন্সিল (এলএসবিপিসি)/ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক্সপোর্ট কমপিটিটিভনেস ফর জবস (EC4J) প্রকল্প থেকে অর্থ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে মর্মে জানা যায়। এছাড়াও বিটিএ-এর অনুরোধে EC4J প্রকল্পের এক্সপোর্ট রেডিনেজ ফান্ড (ERF) এর উইন্ডো ১-এর আওতায় ২৯টি ট্যানারিতে পরিবেশগত, সামাজিক ও গুণগত (ESQ) কম্প্লায়েন্স-এর গ্যাপে অ্যাসেসমেন্ট করা হয়েছে। EC4J প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট Market Access Support Program এর সহায়তায় এবং ই-জোন এইচআরএম এর তত্ত্বাবধানে ৭টি মডিউলের ওপর ২৫ জন করে ১৭৫ জন কে ToT ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে। ToT ট্রেনিং সম্পন্ন হওয়ার পর বাছাইকৃত প্রশিক্ষকদের দ্বারা উল্লিখিত বিষয়সমূহের ওপর ৬০০ জন ট্যানারি শ্রমিককে বেসিক ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে। ট্যানারিসমূহে কেমিক্যালের নিরপদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই এবং নিরাপদ কর্ম পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে Promoting Safe Use of Chemicals (PSUC) Project-এর আওতায় ৩,৬০০ জন শ্রমিক কর্মচারীকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। এছাড়াও, LWG সনদ অর্জনের লক্ষ্যে ট্যানারিসমূহে কমপ্লায়েন্স অর্জনের বিষয়ে সচেতনতা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

চামড়া খাতে ESQ Compliance নিশ্চিত করতে দি এশিয়া ফাউন্ডেশন (TAF) এর সহায়তায় সচেতনতামূলক কর্মসূচী আয়োজনের মাধ্যমে ৪০০-এর অধিক জনবলকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। TAF এবং SGS এর যৌথ উদ্যোগে ১৫টি ট্যানারির OHSMS (Occupational Health & Safety Management System)-এর ওপর Gap Assessment সম্পন্ন হয়েছে মর্মে জানা যায়। TAF এবং অমনিফোরাস এর যৌথ উদ্যোগে ২০টি ট্যানারির বিজনেস সোশ্যাল কম্প্লায়েন্স ইনিশিয়েটিভ (BSCI) গ্যাপ অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে। ট্যানারির কর্ম পরিবেশ উন্নত করার লক্ষ্যে জিআইজেড (GIZ) এর সাথে Good Working Conditions in Tannery (GOTAN) প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। চামড়া শিল্পে সোস্যাল কম্প্লায়েন্স নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশন (BLF) শ্রম অধিকার, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং শ্রম আইন বিষয়ে চামড়া খাতে নিয়োজিত প্রায় ২০০ জন শ্রমিক, কর্মচারী এবং সুপারভাইজারকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। BLF, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর যৌথ উদ্যোগে 'চামড়া শিল্পে সোস্যাল কম্প্লায়েন্স' নিশ্চিতকরণে ২ বছর (২০২২-২০২৩) মেয়াদি কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। চামড়া খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের সামাজিক উন্নয়নে ওশি (OSHE) ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ওয়ার্কশপ ও ট্রেনিং বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রায় ৪০ জন শ্রমিক, কর্মচারি প্রশিক্ষিত হয়েছে।

২। তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য সিইটিপি সংস্কার ও উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ: DTIEWTPCL-এর উদ্যোগে ঈদ-উল-আযহা পরবর্তী বর্জ্য পরিশোধন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সচল রাখার জন্য সিইটিপি'র ওভারহোলিং এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে জানা যায়। উপরন্তু, টেকসই চামড়া খাত বিনির্মাণে সিইটিপি সংস্কার, উন্নয়ন, ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবনার গৃহীত হয়েছে এবং তা যাচাইয়ের লক্ষ্যে টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ বিষয়ে কারিগরি সহযোগিতার জন্য UNIDO-এর সাথে আলোচনা করা হচ্ছে মর্মে জানা যায়। সিইটিপি সংস্কার ও উন্নয়ন কাজে অর্থায়নের জন্য Global Environment Facility (GEF), বিশ্ব ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংকের Green Transformation Fund, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সাথে বিসিকের আলোচনা চলমান রয়েছে মর্মে জানা যায়। উল্লেখ্য, সিইটিপি'র Rectification and Upgradation এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে দুটি প্রতিষ্ঠান- Kingsley Eco-Tech and Engineering (Australia) Pty Ltd. এবং Seacom Resources Ltd. কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাবনা দাখিল করেছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান দুটি

কার্যাদেশ প্রাপ্তির ৬ থেকে ১২ মাসের মধ্যে LWG সার্টিফাইড সিইটিপি গড়ে তোলার জন্য নিজস্ব অর্থায়নে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে মর্মে জানা যায়। উভয় প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাবনার বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় করছে একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়। কারিগরি কমিটি কর্তৃক একটি প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবকে তুলনামূলক বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য হিসেবে মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে মর্মে জানা যায়।

৩। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ: ক্রোমবিহীন ও ক্রোমযুক্ত কঠিন বর্জ্য তথা Raw trims, fleshings, Hair ইত্যাদি প্রায় ৬ একর আয়তনের ডাম্পিং জোনে গর্ত/পুকুর কেটে ফেলা হচ্ছে যেখানে নিরাপদ ডাম্পিং ইয়ার্ড ও এসপিজিএস নির্মাণের কথা ছিল। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে ট্যানারির কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে জিলেটিন ও ফ্যাট উৎপাদনের জন্য দুটি প্রতিষ্ঠানকে প্লট বরাদ্দ দেয়া হলেও সেগুলো সময়মত উৎপাদন শুরু করতে পারেনি। এর মধ্যে পুনর্ব্যবহারযোগ্য ট্যানারি বর্জ্য হতে গ্লু, জিলেটিন, ট্যালো ও প্রোটিন হাইড্রোলাইসেট উৎপাদনের জন্য মেসার্স হেলেনা এন্টারপ্রাইজ লিঃ নামীয় প্রতিষ্ঠানকে ১,২০,০০০ বর্গফুট আয়তনের প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি কর্তৃক প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন ও বিপুল পরিমান কাঁচামাল সংগ্রহ করা হলেও তা উৎপাদন শুরু করেতে পারেনি। ভিক্টরি জিলেটিন প্রোডাক্টস লি: নামীয় অপর একটি প্রতিষ্ঠানও কোন কার্যক্রম শুরু করেনি। তবে আশার কথা হলো যে, বর্তমানে তিনটি প্রতিষ্ঠান কাঁচা চামড়ার কাটিং বিদেশে রপ্তানি করছে মর্মে জানা যায়। পরিবেশ সম্মতভাবে শেভিং ডাস্ট ও ক্রোমযুক্ত কঠিন বর্জ্য লাফার্জ-হোলসিম বাংলাদেশে লিমিটেডের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে DTIEWTPCL-এর সাথে উক্ত কোম্পানির সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিকে ইতোমধ্যে ক্রোমযুক্ত কঠিন বর্জ্য সরবরাহ শুরু হয়েছে মর্মে জানা যায়। অধিকন্তু, সিইটিপির স্লাজ থেকে পরীক্ষামূলকভাবে ইট তৈরির বিষয়ে স্থানীয় ইট-ভাটার মালিকদের সাথে আলোচনা চলছে মর্মে জানা যায়।

৪। LWG সনদ অর্জনের বিষয়ে উন্নয়ন সহযোগী/LWG অডিটরগণের সাথে আলোচনা: ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ট্যানারিসমূহের LWG সনদ অর্জনে উন্নয়ন সহযোগী দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন Asia Foundation, Kingsley Eco-Tech and Engineering (Australia) Pty Ltd., UNIDO প্রভৃতির সাথে কমপ্লায়েন্স অর্জনের বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে মর্মে জানা যায়। এছাড়াও দেশী-বিদেশী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও LWG অডিটরগণের সাথে এই সনদ অর্জনের বিষয়ে আলোচনা কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে জানা যায়।

৫। সিইটিপি'র ক্যাপাসিটি অনুযায়ী তরল বর্জ্য নিয়ন্ত্রণে গৃহীত ব্যবস্থা: ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের সিইটিপি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে ট্যানারিগুলোর সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা বিবেচনা করে প্রতিটি ট্যানারি দৈনিক কি পরিমান তরল বর্জ্য সিইটিপিতে প্রেরণ করতে পারবে তার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। চামড়া প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহৃত পানির পরিমাপের জন্য সকল ট্যানারিতে মিটার সংযোগ দেয়া হয়েছে এবং প্রতিমাসেই রিডিং অনুযায়ী পানির বিল আরোপ করা হয়েছে এবং আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা অনুযায়ী প্রতি টন কাঁচা চামড়া উৎপাদনে সর্বোচ্চ ৩০ ঘনমিটার পানি ব্যবহারের জন্য ট্যানারি মালিকদের নিয়মিত তাগিদপত্র প্রদান করা হচ্ছে এবং মনিটরিং এর মাধ্যমে তার নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে । ট্যানারিসমূহ যাতে দুই ধরনের বর্জ্য একসাথে ছাড়তে না পারে সেজন্য সোকিং ও বেটিং ওয়াস ভিন্ন সময় করা নির্দেশনা দেয়া হয়েছে মর্মে জানা যায়।

৬। সিইটিপি'র বাৎসরিক ওভারহোলিং: DTIEWTPCL কর্তৃক চলতি বছরে ঈদ-উল-আযহা পরবর্তী সিইটিপি'র ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি ও যন্ত্রপাতি চল রাখার জন্য ওভারহোলিং সম্পন্ন করা হয়েছে মর্মে জানা যায়। এর আওতায় নিম্নোক্ত কাজগুলো করা হয়েছে মর্মে জানা যায়-

- সিইটিপি'র ইকুয়ালাইজেশন ট্যাংক ও প্রাইমারি সেডিমেন্টেশন ট্যাংকের সকল বর্জ্য অপসারণ করা হয়েছে;
- ইকুয়ালাইজেশন ট্যাঙ্কে অবস্থিত ডিফিউজার প্রতিস্থাপন ও প্রায় চার হাজার নন রিটার্ন ভাল্ব সংযোজন করা হয়েছে;
- অক্সিজেন ডিস্কসমূহের সমস্ত ডিফিউজার প্রতিস্থাপন ও পরিষ্কার করা হয়েছে; এবং
- প্রয়োজনীয় স্পেয়ার পার্টস সংযোজন, প্রতিস্থাপন এবং পাম্প, মটর ইত্যাদি মেরামত ও প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

৭। সিইটিপি'র ল্যাবরেটরির সক্ষমতা বৃদ্ধি: সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে সিইটিপি'র ল্যাবরেটরির বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও রিএজেন্ট ক্রয় করা হয়েছে এবং ল্যাবরেটরির বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ক্যালিব্রেশন সম্পন্ন করা হয়েছে মর্মে জানা যায়। এ ল্যাবরেটরিতে পিএইচ, DO, BOD_5 (Biological Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), TSS (Total Suspended Solid), SV30 (Sludge Volume after 30 minutes), ইত্যাদি পরীক্ষা করা হচ্ছে মর্মে জানা যায়।

৮। স্বতন্ত্র ট্যানারি কর্তৃক ইটিপি স্থাপনে অনুমতি প্রদান: ইতোমধ্যে দুটি ট্যানারিকে নিজস্ব ইটিপি নির্মাণের অনুমতি প্রদান করা হলেও প্রতিষ্ঠান দু'টি ইটিপি স্থাপন সম্পন্ন করতে পারেনি।

LWG সনদ অর্জনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয় কর্তৃক গৃহীত সাম্প্রতিক কার্যক্রম:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া বিগত ০৭ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের সিইটিপি ও ট্যানারি সরেজমিন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে আয়োজিত এক সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। তিনি চামড়া খাতের LWG সনদ অর্জনে বাঁধাসমূহ দূরকরীণে ও কম্প্লায়েন্স অর্জনে বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেন।

গত ১৭ মে ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত বিডা'র কর্মকর্তাগণের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের মতবিনিময় সভায়-

- চামড়া খাতে Leather Working Group (LWG) সনদ অর্জনের বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহপূর্বক মুখ্যসচিব মহোদয়কে অবহিত করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে
- তদপরবর্তীতে বিডা, শিল্প মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট বিভাগের সমন্বয়ে মুখ্যসচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা আহ্বান করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে

উল্লেখ্য, বিগত ০৫ আগস্ট ২০২৩ তারিখে জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সভাকক্ষে 'সাভার চামড়া শিল্পনগরীতে অবস্থিত ট্যানারিসমূহ, সিইটিপি ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবেশগত কম্প্লায়েন্স ও লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপের মানদন্ডে উন্নীতকরণ বিষয়ক' এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিসিক চামড়া শিল্প নগরীর ট্যানারিসমূহের লিজ ডিড সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়কে সভাপতি করে ০৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়াও উক্ত সভায়-

- চামড়া শিল্পের জন্য নির্ধারিত BOD_5 ও ক্লোরাইডের মানমাত্রা যৌক্তিকীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে
- সিইটিপি'র রেক্টিফিকেশন ও আপগ্রেডেশন এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শিল্প মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে
- সিইটিপি'র রেক্টিফিকেশন ও আপগ্রেডেশন এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম গ্রহণের শুরু থেকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে শিক্ষাবিদ, ট্যানারি মালিক, কারিগরি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিসহ সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে
- Climate Change Trust Fund হতে সহায়তা গ্রহণের লক্ষ্যে দ্রুত প্রকল্প গ্রহণের জন্য চেয়ারম্যান, বিসিককে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে
- নিজস্ব ইটিপি তৈরিকরণে ইচ্ছুক শিল্প ইউনিটের আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তি করতে শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিসিক-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে
- LWG সনদ অর্জনে ট্যানারিসমূহের ১,৪১০ নম্বর সংক্রান্ত করণীয় বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও দ্রুততার সাথে তা বাস্তবায়নের জন্য বিটিএ ও বিএফএলএলএফইএ-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে
- কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রয়োজনে ভূমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য চেয়ারম্যান, বিসিক-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে
- DTIEWTPCL'র নিয়মিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিসিক-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে
- ০২ মাসের মধ্যে হাজারীবাগের ট্যানারি মালিকদের জমি তাদের অনুকূলে হস্তান্তর অথবা অধিগ্রহণের মাধ্যমে জমির মূল্য পরিশোধের যাথাযথ সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগ গ্রহণের জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং রাজউক-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে

ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ট্যানারিসমূহের LWG সনদ অর্জনে করণীয়:

ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ট্যানারিসমূহের LWG সনদ অর্জনে করণীয় নির্ধারণে বিডা'র স্ট্র্যাটেজিক ইনভেস্টমেন্ট উইং-এর একটি টীম কর্তৃক ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, সাভার, ঢাকা; বাংলাদেশে LWG সনদধারী এপেক্স ট্যানারি লিঃ (ইউনিট-২), কালিয়াকৈর, গাজীপুর ('গোল্ড' রেটেড); ও রিফ লেদার লিঃ, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম ('সিলভার' রেটেড); এবং ঢাকা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ডিইপিজেড), সাভার, ঢাকা-এর কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। এ কল স্থাপনা পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা, অংশীজনের সাথে আলোচনা ও প্রাপ্ত ইনপুটস পর্যালোচনাপূর্বক এ শিল্প নগরীর ট্যানারিসমূহের LWG সনদ অর্জনের করণীয় বিষয়ে নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

১। তরল বর্জ্য পরিশোধনে সিইটিপি'র কম্প্লায়েন্স নিশ্চিতকরণে করণীয়: সাভারের হেমায়েতপুরে বিসিকের আওতাধীন 'ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট' প্রকল্প বাস্তবায়নে ২০০৩ সাল থেকে ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত আঠারো বছর সময় ব্যয় হয়েছে। তথাপি কাজ অসম্পূর্ণ রেখে বিসিক গত ২০২১ সালের জুনে প্রকল্পটির সমাপ্তি ঘোষণা করে এবং কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) পরিচালনার দায়িত্ব বিসিক-কে হস্তান্তর করে মর্মে জানা যায়। বর্তমানে DTIEWTPCL-এর তত্বাবধানে পরিচালিত এ সিইটিপি চালু থাকলেও LWG কম্প্লায়েন্স অর্জন করতে পারেনি। এমতাবস্থায়, বিগত ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে পরিচালিত LWG কর্তৃক এ সিইটিপি'র ট্রায়াল অ্যাসেসমেন্ট প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক কম্প্লায়েন্স নিশ্চিতকরণে চিহ্নিত সীমাবদ্ধতাসমূহ নিরসনে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক তা বাস্তবায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে ট্যানারি মালিকগণ ও DTIEWTPCL কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্মিলিত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য, বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য নির্মিত সিইটিপি পরিচালনায় বিসিক-এর আওতাধীন DTIEWTPCL-এর কারিগরি সক্ষমতায় ঘাটতি রয়েছে। এমতাবস্থায়, বিকল্প হিসেবে বিদ্যমান সিইটিপি'র সংস্কার ও পরিচালনার জন্য অভিজ্ঞ তৃতীয় কোন পক্ষকে দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে, ট্যানারি শিল্প সংশ্লিষ্ট সিইটিপি পরিচালনায় অভিজ্ঞ ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোন প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে। প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্টের প্রস্তাবিত কৌশল, বিনিয়োগ প্রস্তাব, পরিবেশ সংরক্ষণ, ক্রোম রিকভারিতে গৃহীত পদক্ষেপ, পরিশোধিত পানির গুণাগুণ, ২৪ ঘন্টায় পরিশোধনের পরিমান, পরিশোধনের প্রস্তাবিত চার্জ ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব যাচাই-বাছাইয়ের জন্য গঠিত কমিটিতে পেশাদারী লেদার টেকনোলজিস্ট, সিইটিপি পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট ও LWG বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এটি স্বচ্ছতা ও পেশাদারিত্বের সাথে দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। এক্ষেত্রে, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা)-এর অধীনে ঢাকা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে সিঙ্গাপুর ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সিইটিপি নির্মাণ ও তা কার্যকরভাবে পরিচালনার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

ইতোমধ্যেই বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিদ্যমান সিইটিপি'র রিপোর্টেড পরিশোধন ক্ষমতা অপেক্ষা কার্যকরী পরিশোধন ক্ষমতা অনেক কম। আবার, বিদ্যমান সিইটিপি'র রিপোর্টেড পরিশোধন ক্ষমতা দৈনিক ২৫,০০০ ঘনমিটার হলেও ঈদ-উল-আযহার পরের তিন মাস দৈনিক প্রায় ৪০,০০০ ঘনমিটার পর্যন্ত তরল বর্জ্য উৎপন্ন হয়। এ বাস্তবতায় বিদ্যমান সিইটিপিটিকে কার্যকর করার পাশাপাশি নতুন একটি কম্প্লায়েন্ট সিইটিপি নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে, বেপজা'র আওতাধীন ঢাকা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে বিদ্যমান সিইটিপি নির্মাণ ও পরিচালনা মডেল অনুসরণ করা যেতে পারে। ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে ঢাকা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে অবস্থিত সিইটিপি'র ন্যায় 'Build Own Operate' হিসেবে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানকে বিসিক কর্তৃক জমি লীজ প্রদানপূর্বক পৃথক সিইটিপি নির্মাণের আশু উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে প্রয়োজনে জোনভিত্তিক একাধিক সিইটিপি নির্মাণ ও অপারেট করা যেতে পারে।

২। সিইটিপি'র কম্প্লায়েন্স নিশ্চিতকরণে ট্যানারিসমূহের করণীয়: সিইটিপিকে সফল করার জন্য ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ট্যানারিসমূহ অবশ্যই দায়িত্বশীলতার সাথে পরিচালনা করতে হবে। এক্ষেত্রে ট্যানারিসমূহের করণীয় নিম্নরূপ:

- **প্রি-ট্রিটমেন্ট সংক্রান্ত:**

  ক. স্ক্রিনিং (Screening): Fixed screen নির্দেশনা দেয়া থাকলেও তা পরিষ্কার করা যথেষ্ট দুঃসাধ্য হওয়ায় এক্ষেত্রে Automatic screen device স্থাপন করা যেতে পারে।

খ. ক্রোম আলাদাকরণ (Chromium separation): প্রতিটি ট্যানারিতে দুটি separate drain রয়েছে। তবে উন্মুক্ত drain এর মাধ্যমে ক্রোমিয়াম ডিসচার্জ হলে impurities মিশ্রিত হবার সম্ভাবনা থাকে। আবদ্ধ পাইপলাইন দ্বারা উন্মুক্ত ক্রোমিয়াম ড্রেন লাইনকে প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।

গ. স্লাজ ম্যানেজমেন্ট: সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্কের পাশাপাশি স্লাজ পরিস্কার করে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য পর্যাপ্ত আকারের স্লাজ ড্রাইং বেড স্থাপন করতে হবে। স্থান সংকুলতার কারণে অনেক বড় ট্যানারিতে Dissolve air floatation, girt separator স্থাপনের মাধ্যমে পরিবেশ সম্মত স্লাজ ম্যানেজমেন্ট করা যেতে পারে।

ঘ. সিইটিপি'র বায়োলজিক্যাল ট্রিটমেন্টকে সহজীকরণ: ট্যানারিতে কাঁচা চামড়া হতে ফিনিশড চামড়া প্রক্রিয়াকরণে পরিশোধন প্রক্রিয়ায় Biodegradable কেমিক্যালস এর ব্যবহার করা যেতে পারে।

ঙ. পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে সিইটিপির ইনলেটে বর্জ্য দূষণ মাত্রা নিয়ন্ত্রণ: পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি যেমন, মেকানিক্যাল ডি-সল্টিং, হেয়ার সেভ লাইমিং, স্বল্প এমোনিয়াযুক্ত ডিলাইমিং অথবা এমোনিয়া ফ্রি ডিলাইমিং, salt free or low salt pickling, optimised chrome tanning, re-tanning, fat liquoring ইত্যাদি প্রযুক্তি অনুসরণের মাধ্যমে সিইটিপি'র বর্জ্য দূষণ মাত্রা কমানে যেতে পারে।

- **ট্যানারিতে ইফ্লুয়েন্ট ডিসচার্জ নিয়ন্ত্রণে করণীয়:**

ক. পরিমিত পানির ব্যবহার ও উৎপাদন সীমাবদ্ধ রাখা: LWG সনদ পাওয়ার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে ইফ্লুয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম। নির্ধারিত ইফ্লুয়েন্টের ডিসচার্জের সর্বোচ্চ সীমা অনুসারে প্রতিটি ট্যানারিতে পরিমিত পানির ব্যবহার করতে হবে ও উৎপাদন সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

খ. কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের জন্য চিলিং ব্যবস্থা: ঈদ-উল-আযহা পরবর্তী পিক সময়ে প্রথম তিন মাসে সারা বছরের মোট Consumption এর প্রায় অর্ধেক কাঁচা চামড়া ট্যানিং হয় এবং অবশিষ্ট নয় মাসে অর্ধেক পরিমাণ চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা হয়। ফলে পিক এবং অফ পিক সিজনে ইফ্লুয়েন্টের গড় পার্থক্য অনেক (দৈনিক ৩৫,০০০/১৭,০০০ ঘনমিটার) বিশাল। এই পার্থক্যের জন্য সিইটিপির ডিজাইনের উপর চাপ পড়ে এবং ট্রিটমেন্ট বাধাগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে সরকারি বা বেসরকারিভাবে কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের জন্য চিলিং ব্যবস্থা করা হলে পিক সময় তিন মাসের পরিবর্তে পাঁচ মাস হতে পারে। এতে প্রক্রিয়াকরণের সময় বৃদ্ধি পাবে এবং পিক সময়ে সিইটিপিতে আগত ইফ্লুয়েন্টের পরিমাণ কমে আসবে।

গ. মিটার স্থাপন: ট্যানারিতে প্রতিটা ড্রামের সাথে পানি ব্যবহারের মিটার স্থাপন করতে হবে।

ঘ. ব্যাচ ওয়াশ: চামড়া ওয়াশিং এ অনবরত পানি ব্যবহার না করে ব্যাচ ওয়াশ (Closed door wash) সিস্টেম অনুসরণ করতে হবে।

ঙ. ক্রোম ব্যবস্থাপনা (Chrome Management): বড় ট্যানারিতে পৃথক ক্রোম রিকোভারি প্লান্ট স্থাপন করা যেতে পারে। ছোট ছোট কয়েকটি ট্যানারি কর্তৃক মিলিতভাবে পৃথক ক্রোম রিকোভারি প্লান্ট স্থাপন করা যেতে পারে। রিকভারকৃত ক্রোম পুনরায় ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

চ. ফিনিশড চামড়ায় মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর ক্রোম পরীক্ষা: প্রক্রিয়াকৃত চামড়ায় Chromium (vi) বিদ্যমান আছে কিনা তা নিয়মিত পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

ছ. ক্যালিব্রেশন: ট্যানারিতে ব্যবহৃত সকল মেজারিং ডিভাইস, যন্ত্রপাতি, মিটার ইত্যাদি নিয়মিত ক্যালিব্রেশন করতে হবে।

৩। সিইটিপি'র ইফ্লুয়েন্ট ডিসচার্জ নিয়ন্ত্রণে নিজস্ব ইটিপি স্থাপনে ইচ্ছুক ট্যানারিসমূহকে দ্রুত অনুমতি প্রদান: ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের যে সকল ট্যানারি নিজস্ব ইটিপি স্থাপনে ইচ্ছুক, তাদেরকে দ্রুত ইটিপি স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা প্রয়োজন। প্রয়োজনে ছোট ছোট কয়েকটি ট্যানারিকে ক্লাস্টার ভিত্তিতে কমন ইটিপি স্থাপনের অনুমতি দেয়া যেতে পারে।

৪। অনুমতিপ্রাপ্ত ইটিপি'র পরিশোধিত পানি নিষ্কাশনে করণীয়: যে সকল ট্যানারিকে নিজস্ব ইটিপি স্থাপনের অনুমতি দেয়া হবে তাদের ইটিপি'র পরিশোধিত পানি নিষ্কাশনের জন্য শিল্প নগরীর বিদ্যমান সারফেস ড্রেনেজ সিস্টেম ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে। প্রয়োজনে ইটিপি'র পরিশোধিত পানি নিষ্কাশনের জন্য বিদ্যমান সারফেস ড্রেনেজ সিস্টেম সংস্কারপূর্বক পৃথক ড্রেনেজ সিস্টেম নির্মাণ করা যেতে পারে। উপরন্তু যে সকল ট্যানারিকে ইতোমধ্যে নিজস্ব ইটিপি স্থাপনের অনুমতি দেয়া হয়েছে তাদের পরিশোধিত পানি নিষ্কাশনের বিষয়ে উদ্ভুত জটিলতা অনতিবিলম্বে নিরসন করতে হবে।

৫। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় করণীয়: ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ট্যানারিসমূহের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে-

- সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত চামড়া শিল্পের বর্জ্যকে ব্যবহারযোগ্য সম্পদে রূপান্তরের নিমিত্ত প্লান্ট নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ট্যানারিসমূহের কঠিন বর্জ্য ব্যবহার করে 'Build Own Operate' হিসেবে Sludge Power Gerneration Plant, বায়ো গ্যাস প্লান্ট, জৈব সার উৎপাদন কারখানা ইত্যাদি নির্মাণ করা যেতে পারে।
- এ শিল্প নগরীর জিলেটিন, ফ্যাট ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য ইতোপূর্বে বরাদ্দকৃত প্লটসমূহে নির্ধারিত শিল্প কারখানাগুলো চালু করার পাশাপাশি নতুন ও বিকল্প ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য উৎপাদনের জন্য নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন করা যেতে পারে। আগ্রহী প্রতিষ্ঠানদের জন্য শিল্প নগরীতে প্লট বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে। প্লট বরাদ্দ দেয়া সম্ভব না হলে বাই প্রোডাক্ট (ক্রোমযুক্ত কঠিন বর্জ্য হতে লেদার বোর্ড, কাঁচা কাটিং হতে গ্লু-জিলাটিন, ক্রোমযুক্ত শেভিং ডাস্ট হতে প্রোটিন, ফ্লেশিং হতে তেল/চর্বি/জৈব সার, কাঁচা কাটিং হতে মুরগি/ মাছের খাবার, ইত্যাদি) উৎপাদনকারী আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা পূর্বক এ শিল্প নগরীর বাইরে 'Build Own Operate' হিসেবে প্লান্ট স্থাপনে উৎসাহিত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে, এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে যারা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতিতে পরিবেশসম্মতভাবে চামড়া শিল্পের কঠিন বর্জ্য ব্যবহার করে কোন ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য উৎপাদন করবে। উল্লেখ্য, ক্রোমযুক্ত ও ক্রোমবিহীন বর্জ্য আলাদাভাবে প্রক্রিয়াকরণই শ্রেয়। প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে আমদানি বিকল্প পণ্য ও ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে।
- ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের পরিপূর্ণ ডাম্পিং ইয়ার্ড খালি করার জন্য উক্ত বর্জ্য ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন আমিন বাজার ল্যান্ডফিলে বা উপযুক্ত বিকল্প কোন স্থানে পরিবেশসম্মতভাবে স্থানান্তর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- বর্তমানে উন্মুক্ত ডাম্পিং ইয়ার্ডে সংরক্ষিত বর্জ্য হতে নি:সৃত Leachate যাতে কোনভাবেই পার্শ্ববর্তী ধলেশ্বরী নদী বা ভূ-গর্ভস্থ পানিকে দূষিত না করে এজন্য ডাম্পিং ইয়ার্ডে Leachate প্রতিরোধী ব্যবস্থা (Concrete Casting) গ্রহণ করতে হবে এবং উক্ত ডাম্পিং ইয়ার্ডের Leachate বিদ্যমান সিইটিপি'র মাধ্যমে পরিশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- সিইটিপি'র স্লাজসহ অন্যান্য শুষ্ক বর্জ্য পরিবেশসম্মত উপায়ে অপসারণ করা যেতে পারে।
- সিইটিপি স্লাজ ইটভাটায় বাধ্যতামূলক ব্যবহারের নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে।
- হাজারীবাগে কোরবানি পরবর্তী সময়ে ফ্লেশিং হতে তেল/ চর্বি নিষ্কাশন করা হতো। সাভারস্থ ট্যানারি শিল্প নগরীর পার্শ্ববর্তী এলাকার স্থানীয় জনসাধারণকে এ কাজে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

৬। LWG অডিটে ট্যানারিসমূহের একান্ত নিজস্ব এখতিয়ারভুক্ত চ্যাপ্টারসমূহের কম্প্লায়েন্স অর্জনে করণীয়: LWG অডিটে ট্যানারিসমূহের একান্ত নিজস্ব এখতিয়ারভুক্ত ১৩টি চ্যাপ্টারের প্রত্যেকটিতে কম্প্লায়েন্স অর্জনে ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ট্যানারি মালিকদের নিজেদের উদ্যোগী হতে হবে। আশার কথা হলো, ইতোমধ্যে এ সকল বিষয়ের কোন কোনটিতে কম্প্লায়েন্স অর্জনে কিছু ট্যানারিতে সরকার, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনসমূহ ও ট্যানারি মালিকগণ কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে; তবে তা যথেষ্ট নয়। প্রতিটি ট্যানারিতে চ্যাপ্টারভিত্তিক গ্যাপ অ্যাসেসমেন্টপূর্বক করণীয় নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৭। LWG সনদ অর্জনে সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন: চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পকে একটি টেকসই ও প্রতিযোগিতামূলক শিল্প খাতে রূপান্তর করতে সাভারস্থ ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ট্যানারিসমূহের জন্য যথাশীঘ্রই একটি

সময়াবদ্ধ বাস্তব ভিত্তিক ও দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য কর্ম পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে, সরকার, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনসমূহ ও ট্যানারি মালিকগণকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

৮। স্পেশালাইজড কমন ফেসিলিটিজ সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরণ ও পরিচালনা: ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ট্রেনিং, টেকনোলজি ও টেস্টিং সুবিধা সম্বলিত একটি 'স্পেশালাইজড কমন ফেসিলিটিজ সেন্টার' প্রতিষ্ঠাকরণ ও পরিচালনা করা যেতে পারে। ভ্যালু এডিশন, কর্মসংস্থান ও উপযুক্ত মূল্য বিবেচনায় একটি Accredited ও Calibrated ল্যাবরেটরি সম্বলিত এ স্পেশালাইজড কমন ফেসিলিটিজ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা জরুরী প্রয়োজন।

৯। আইন-বিধি সংশোধন: বিদ্যমান সিইটিপি'র সক্ষমতার আলোকে LWG অডিটের রিকোয়ারমেন্ট পর্যালোচনাপূর্বক পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩-এর সংশ্লিষ্ট প্যারামিটারসমূহ সংশোধন করা যেতে পারে।

১০। ট্যানারি মালিকদের ঋণের সুদ মওকুফ, ট্যানারির জমির ডিড সম্পন্নকরণ ও হাজারীবাগের জমি বিক্রয়/হস্তান্তরে অনুমতি প্রদানে করণীয়: ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ট্যানারি মালিকদের ঋণের সুদ মওকুফ, ট্যানারির জমির ডিড সম্পন্নকরণ ও হাজারীবাগের জমি বিক্রয়/হস্তান্তর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১১। সকল মেজারিং যন্ত্রপাতি/উপকরণ ক্যালিব্রেশন: LWG সনদ পেতে হলে সিইটিপি, ল্যাবরেটরি ও ট্যানারিতে অবস্থিত প্রতিটি মেজারিং যন্ত্রপাতি/উপকরণ, পানির মিটার ও ইফ্লুয়েন্ট মিটার নিয়মিত ক্যালিব্রেশন করতে হবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সেগুলো নতুন করে স্থাপন ও কেলিব্রেশন করতে হবে।

১২। বায়ু ও শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ: LWG সনদের অন্যতম শর্তানুযায়ী ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ট্যানারিসমূহ ও সিইটিপি-তে বায়ু দূষণ ও শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩। নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ: ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ট্যানারিসমূহ এবং সিইটিপি'র ফিজিক্যাল, কেমিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট পদ্ধতি পরিচালনার জন্য ২৪ ঘন্টা নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৪। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার করণীয়: প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলোতে ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ট্যানারিসমূহের LWG সনদ অর্জনে দায়িত্বশীল ও গঠনমূলক ভূমিকা থাকা প্রয়োজন।

১৫। নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ: ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ট্যানারিসমূহ এবং সিইটিপি'র ফিজিক্যাল, কেমিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট পদ্ধতি পরিচালনার জন্য ২৪ ঘন্টা নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

উপসংহার:

দেশীয় কাঁচামাল নির্ভর চামড়া শিল্পে প্রায় ৯০% পর্যন্ত মূল্য সংযোজনের সুযোগ রয়েছে। দেশীয় উৎসের কাঁচামালের প্রাপ্ততা বিবেচনায় এ শিল্পের সম্ভাবনা ব্যাপক। দেশের অভ্যন্তরে গবাদি পশুর অনেক ছোট-বড় খামার গড়ে উঠেছে। পূর্বে পার্শ্ববর্তী দেশ হতে গরু আমদানি হলেও এখন তা একেবারেই কমে গেছে। দেশে প্রতিপালিত গবাদি পশুই বিগত কয়েক বছরে ঈদ-উল-আযহার কোরবানির পশুর যোগান দিয়েছে। সারা বছর কম-বেশি চামড়া পাওয়া যায়। এই কাঁচা চামড়া প্রকৃতপক্ষে জবাইকৃত পশুর বর্জ্য যা উপযুক্ত উপায়ে সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে মূল্যবান সম্পদে (পাকা চামড়া বা Finished leather) পরিনত করা যায়। দেশে অভ্যন্তরে যেমন ফিনিশড চামড়া দ্বারা তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী যেমন: জুতা, ব্যাগ, বেল্ট, জ্যাকেট ইত্যাদির চাহিদা রয়েছে, তেমনি চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানিরও ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। দেশের চামড়া শিল্পকে এগিয়ে নিতে হলে ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ট্যানারিসমূহের LWG সনদ অর্জনে প্রয়োজনীয় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। উল্লেখ্য, দেশের অভ্যন্তরেই সফলভাবে সিইটিপি স্থাপন ও পরিচালনা একাধিক উদাহরণ রয়েছে। আবার, দেশেই LWG সনদধারী ট্যানারিও রয়েছে। LWG অডিট বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ জনবল দেশেই রয়েছে। উল্লেখ্য, সিইটিপি বা ইটিপি পরিচালনাসহ ট্যানারি ব্যবস্থাপনায় দেশের উপযুক্ত কারিগরি জনবল বা লেদার টেকনোলজিস্টদের সম্পৃক্ত করতে হবে। LWG সনদ অর্জন একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। তাই এ কাজে ট্যানারি মালিকদের ধৈর্য্যধারণপূর্বক লেগে থাকতে হবে। একবার LWG সনদ অর্জন করা গেলে ট্যানারি মালিককে আর পিছে ফিরে তাকাতে হবে না। তাঁদের পণ্যের বাজার যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনি পণ্যের মূল্যও বৃদ্ধি পাবে। ফলে ট্যানারি মালিকদের আয় বাড়বে। দেশে নতুন নতুন চামড়াপণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। চামড়া পণ্যের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাবে। চামড়া আমদানিও হ্রাস পাবে। সুতরাং চামড়া খাতের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি, আমদানি হ্রাস ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ট্যানারিসমূহের LWG সনদ অর্জনে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে ট্যানারি মালিক, সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনসমূহ, সরকারী সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগীদের সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। আশার কথা হলো, ইতোমধ্যে এ সকল বিষয়ের কোন কোনটিতে কম্প্লায়েন্স অর্জনে কিছু ট্যানারিতে সরকার, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনসমূহ ও ট্যানারি মালিকগণ কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে; তবে তা যথেষ্ট নয়। এমতাবস্থায়, ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ট্যানারিসমূহের LWG সনদ অর্জনে একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক তা যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। আর এখানকার ট্যানারিসমূহের এ সনদ অর্জন করা সম্ভব হলে অদূর ভবিষ্যতে চামড়াখাতে এ দেশের রপ্তানি আয় ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হতে পারে।